খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

শারদীয়া

- ধর্ষনের ফলেই জন্ম হয়েছিল মহিষাসুরের
- বোধহয় পুরুষ একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে
- পূর্ণ যোগেশ্বর শ্রী অরবিন্দের মাতৃ সাধনা
- ঈশ্বরের আদালতে সব পাপের শাস্তি হয়

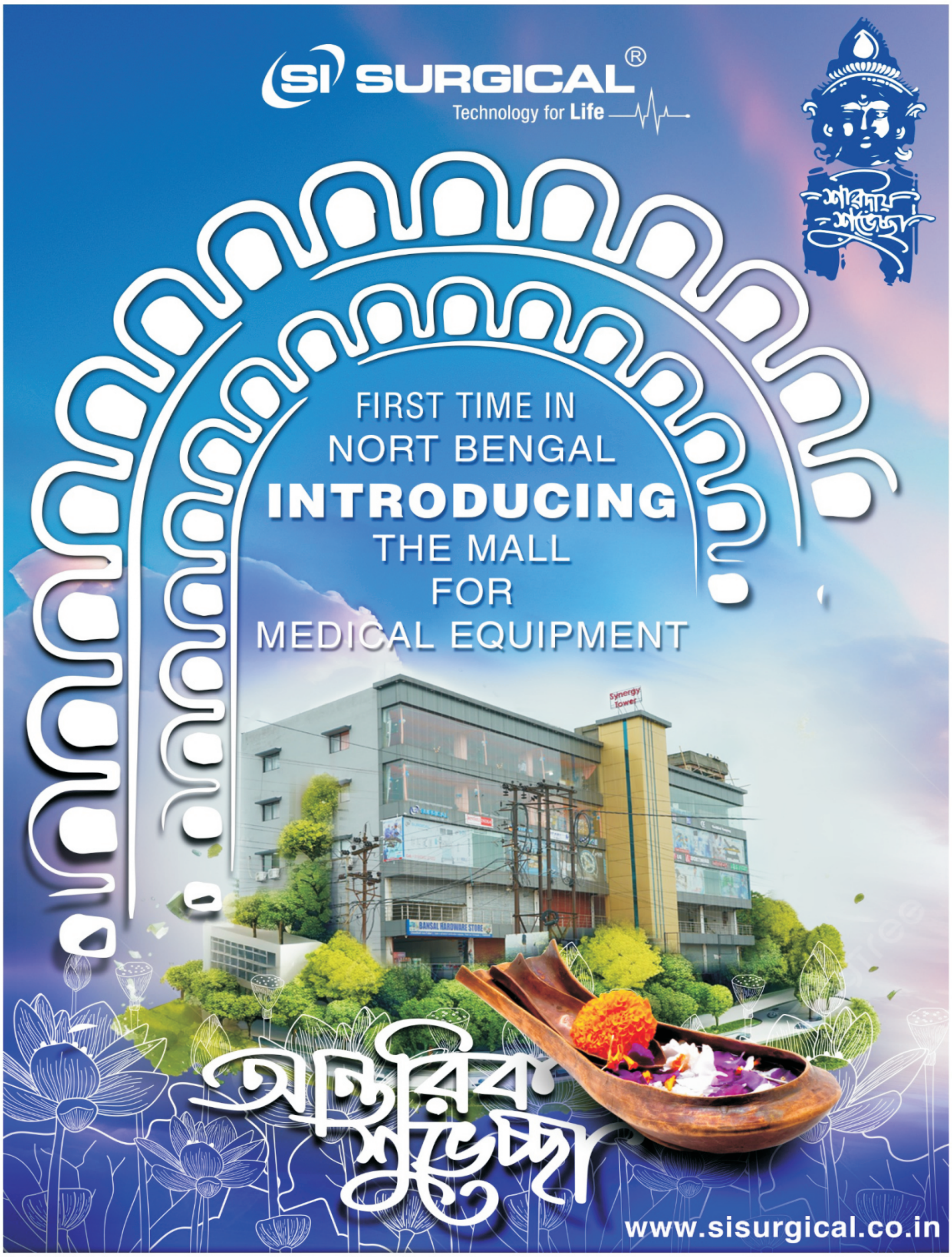

Synergy Tower, near Thalamus Hospital, Chunavatti,
Kamrangaguri, Fulbari, Siliguri, West Bengal 734015

9836237522
9432153382

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়ার এই শুভক্ষনে প্রার্থনা করবো দীর্ঘজীবি হোক খবরের ঘন্টা। দিকে দিকে পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য-সৃজন বৃদ্ধি পাক। গল্প-কবিতা সহ অন্য লেখালেখির হাত পাকানোর মগজ খুলে দিক খবরের ঘন্টা। সকলে পুজোর দিনগুলোয় ভালো থাকুন। চারদিকে শান্তি বজায় থাকুক, দিকে দিকে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার হোক।

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

বিধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং।

সভাপতি ঃ	সহ সভাপতি ঃ	সম্পাদক ঃ	সহসম্পাদক ঃ	কোষাধ্যক্ষ ঃ
শিবেশ ভৌমিক	অজিত ঘোষ	সলিল সিং	দিলীপ সরকার	অভিজিৎ মন্ডল

কার্য্যকরী কমিটির সদস্য ঃ

প্রভাত মল্লিক, মনোরঞ্জন পাল, অরুন সাহা (মনা), গোবিন্দ সরকার, উৎপল ঘোষ, স্বপন পাল

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

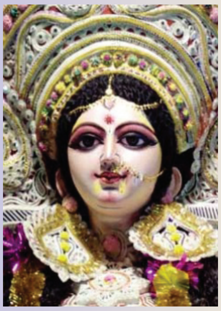

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধান নগর ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং।

With best compliments from :
SACHITRA GROUP OF COMPANIES
MANUFACTURING :
★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR
MANUFACTURING :
★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY
★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING
AGRICULTURE :
★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.
RETAIL :
★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE
SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE
SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001
74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

With Best Wishes From :~

ANANDAMAYEE KALIBARI SAMITY

আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926

OUR SERVICES

Anandamayee Kalibari Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory Bed)

Anandamayee Kalibari Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibari Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Regular free medical checkup and Yoga for mother and child

Kalibari Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

With Best Compliments From :~ R.S

Jayashree Barman

Cell No. 9749097283
8617698774
9733041076

JAYASHREE DECORATORS

CATERERS & AQUA

All kinds of decorating materials and general order supplier including Packaged Drinking Water

CHAMPASARI ROAD
NEAR SRI GURU BIDYA MANDIR SCHOOL
SILIGURI (W.B.)

TERAI NURSING
INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. VIII Issue-03

1st October-31st October 2024 DURGA PUJA

অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-০৩ শারদীয়া ১০ই আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অক্টোবর ২০২৪ শারদীয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh

Sub Editor : Arpita Dey Sarkar

Cover : Smt. Manju Mukherjee

Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri

e-mail : bapighosh300@gmail.com

Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

বোধহয় পুরুষ একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে..............................নির্মলেন্দু দাস.................................০৫

মা আসেন আর আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়...................................অভিক মুখার্জী.............................২৮

ধর্ষনের ফলেই জন্ম হয়েছিল মহিষাসুরের.......বাপি ঘোষ............২৯

জাতিভেদ মানা পাপ..৩৪

স্থানীয় দোকানদারের কাছ থেকে জিনিস কিনুন ....শিবেশ ভৌমিক..............................৩৫

অর্ধনারীশ্বর কথা........................কবিতা বনিক.........................৩৬

পূর্ণ যোগেশ্বর শ্রী অরবিন্দের মাতৃ সাধনা.....সুশ্বেতা বোস...........৩৭

সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক........................সজল কুমার গুহ.........৩৯

কাঁচা হাতের লেখায় পাকা কথা.................মুসাফীর..................৪২

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন.................সুজিত ঘোষ...........৫০

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা..........................মৃনাল পাল........৫০

এবারের সার্বজনীন দুর্গোৎসব একটি ব্যতিক্রমি অনুষ্ঠান..........................পরিতোষ চক্রবর্তী..........................৫১

হায়দরপাড়ায় পুজোর থিম-বন্দি শৈশব..নির্মল কুমার পাল..........৫২

ঃ অণুগল্প ঃ

মা দুগ্গা.......................কনিকা দাস..০৯

নতুন ভারতবর্ষ..........................মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য..................৫১

ঃ প্রতিবেদন ঃ

'দেবী দুর্গার কৃপাতেই দিকে দিকে সব মহিলারা সব প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হচ্ছেন' জানালেন ইসকন সভাপতি...................১১

ভ্রমণ প্রিয় বাঙালির ভ্রমণের প্রস্তুতি শুরু.................................১১

শিবের তাণ্ডব নৃত্য আনন্দমার্গে, সঙ্গে কৌশিকী নৃত্য.................১২

ভ্রমণ মানে শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো নয়, ভ্রমণ মানে নিজের ভিতরের সৌন্দর্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া....................১৩

শিলিগুড়িতে এবারও শ্যামা পুজোর বড় আকর্ষণ নৈহাটির বড়মা...১৪

ঈশ্বরের আদালতে সব পাপের শাস্তি হয়..................................১৫

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA

Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/

Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

ধর্ষনকারীদের ফাঁসি দেওয়ার আগে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হোক, জানালেন রাজ্য মহিলা কমশনের প্রাক্তন সদস্যা..............১৬
একসময় এই ব্যক্তি ছিলে হোটেলের লিফটম্যান এবং চৌকিদার, আজ শিল্প কারখানা খুলে বহু বেকারের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করেছেন...১৭
এই বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরে নানান রোগ, তারপরও নিজের জমি বিক্রি করে সমাজসেবার কাজে বিরল নজির............................১৮
তাঁর শরীরে বহু রোগ ব্যাধি কিন্তু তারপরও মানুষের সেবা করে তিনি আনন্দ পান...১৯
কেবল অপারেটরকে খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা............................১৯
চা শ্রমিকদের পেট পুরে খাইয়ে বস্ত্র বিতরণ..............................২০
শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবার ব্লকে অঙ্কণ প্রতিযোগিতা...২০
চম্পাসারির পুজোয় এবার মন্ডপ সজ্জার আকর্ষণ চিনের বৌদ্ধ মন্দির...২১
জগদীশ সরকারকে সংবর্ধনা...২১
বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মানবিক ও সামাজিক কাজ.............২২
তারাপীঠ শ্মশানে বস্ত্র এবং খাদ্য বিতরনে শিলিগুড়ির পূজা মোক্তার...২৩
নদী দিবসের আগে মহানন্দা আরতি...২৪
নানা মিস্টির সম্ভার নিয়ে পুজো প্রস্তুতিতে এই ব্যক্তি.................৪৬
এবার আনন্দময়ী কালিবাড়িতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হবে না, ফলে সিঁদুর খেলাও হবে না..৪৭
শিলিগুড়িতে স্বাস্থ্য মেলা, নতুন ইতিহাস রচনা করছেন শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জী...৪৮
মেয়েরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে, প্রশিক্ষণ শিবির....................৪৯
কম খরচে আধুনিক ডিজাইনের সব সোনা রুপার অলঙ্কার এই সোনার দোকানে..৪৯

ঃ কবিতা ঃ

পুজোর আনন্দ......................অর্চনা মিত্র................................২৪
বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নারী......................অর্চনা মিত্র..............২৫
কবির জন্মদিন......................ধনঞ্জয় পাল................................২৫
শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের কাছে সবার ভালো থাকার আবেদন......................মুকুল দাস...২৬
মা আসছে..গোপা দাস................২৬
ঝুলতে হবে ফাঁসির মঞ্চে......................নির্মলেন্দু দাস..............২৭
দুর্গা পুজো..জ্যোতি বিশ্বাস...........২৭
আসছে উমা বাপের ঘরে......................শিখা রায়....................২৮
মা আসছেন......................সুশীতল দত্ত.................................২৮
মা, তিলোত্তমার অপরাধীদের চরম সাজা দাও...বাপি ঘোষ.........৪৩
মা আসছে..........................বাপি ঘোষ...............................৪৪
এলো শরৎ..........................তন্ময় ঘোষ...............................৪৫
ভালোবাসার নারী!..........................অশোক পাল.................৫২

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা"

পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST

গভঃ রেজিঃ নং-IV/0711--00044

অফিস ঃ লেকটাউন, শিলিগুড়ি ঃ শাখা- দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

দুঃস্থ - অসহায় মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত দাতব্য সংস্থা

--: বিপন্ন মানবতার সেবায় গৃহীত কর্মসূচি :--

স্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থার যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবও স্বাগত)

১) দুঃস্থ অসহায় একক মহিলাদের আর্থিক সেবা।

২) দুঃস্থ -অসহায় প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সেবা।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মহিলা ক্যান্সার রোগীকে আর্থিক সেবা

৪) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলার মেধাবী সন্তানকে (দশম-দ্বাদশ) আর্থিক সেবা

৫) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলা রোগীদের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে বিনামূল্যে সেবা।

বিঃ দ্রঃ - আবেদনপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই সেবা প্রদান করা হয়।

অস্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থা/সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে)

১) দুঃস্থ-অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

২) প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি শিক্ষার্থীদের (প্রথম-অষ্টম শ্রেণীর স্কুল ছুট ও স্কুলহীন) কোচিং সেন্টারের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মানুষের জন্য কম্বল, শাড়ি, মশারী ও সংগৃহীত বস্ত্র বিতরন।

৪) দুঃস্থ- অসহায় মানুষের মধ্যে শুকনো খাদ্যসামগ্রী বা রান্না করা খাবার বিতরন।

৫) প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চোখ পরীক্ষা শিবির।

ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি

শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে (পৃথক ট্রাস্টিবোর্ডের মাধ্যমে) একটি বৃদ্ধাশ্রম /প্রতিবন্ধী আশ্রম/অনাথ আশ্রম বা মহিলা সেন্টার হোম প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহনির্মান বাবদ আইনানুযায়ী ৭০,০০০০০ (সত্তর লক্ষ) টাকার বিশেষ আর্থিক অনুদান।

যোগাযোগ ঃ শিলিগুড়ি -- 9332932499, দার্জিলিং -- 8777567519, জলপাইগুড়ি -- 9635952028

নীতিশ বসু

চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা

শারদোৎসব-১৪৩১ উপলক্ষে প্রিয় " খবরের ঘন্টা" এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কাজে যুক্ত 'খবরের ঘন্টার' সকলকে "পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি , শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

অমৃত—কথা

'দৈত্যনাশার্থবচনোদকার ঃ পরিকীর্তিত।/উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।/ রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।/ভয়শত্রুঘ্নবচন শ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।"

অর্থাৎ দ অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, রেফ রোগনাশক, গ অক্ষর পাপনাশক ও অ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।

সম্পাদকীয়

মা আসছে

বছরে দুই বার মা দুর্গা আসেন আমাদের কাছে ।একবার বসন্ত কালে যা বাসন্তী পুজো নামে খ্যাত।আর একবার শরৎকালে, যা শারদীয়া নামে খ্যাত। এবারে শারদীয়া দুর্গোৎসবের মা আসছেন। উমা মা কৈলাশ থেকে বাপের বাড়ি সপরিবারে এসে চারদিন থাকেন। কিন্তু এবারে মা যে চারদিন থাকবেন, মা এর আদরযত্ন আমরা কিভাবে করবো? শুধু মন্ডপ সজ্জা, আলোক সজ্জা, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারন, অঞ্জলি দিলেই কি মা এর পুজো শেষ? মা এর প্রতিমা মন্ডপে এনে চারদিন ধরে পুজো আনন্দ হই হুল্লোড় করলেই কি মা এর সাধনা শেষ? মা এর সাধনা কি সহজ? আমরা বলবো মা এর সাধনা যেমন সহজ তেমন কঠিন। মাতো আমাদের ঘরের । কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, দিনের পর দিন গাছ কেটে এবং ভোগবিলাস বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমরা যেভাবে উষ্ণায়নের পরিবেশ তৈরি করেছি তার কি হবে? মা যে চারদিন আমাদের ঘরে থাকবেন, গরমে মা কষ্ট পাবেন না? মা এর জন্য এসির বন্দোবস্ত হবে নাকি মন্ডপে মন্ডপে? নাকি মা এর জন্য ফ্যানের বন্দোবস্ত হবে? যা গরম, ফ্যানে কি মা শীতল থাকবে?আমরা গরমে কষ্ট পেলে মা এর কি গরম লাগবে নাকি? নাকি তিনি দেবী বলে এসবের উর্ধ্বে? এর বাইরে আর জি করে যে ঘটনা ঘটলো, তা কি দেবী মা ভালোভাবে নেবেন? মাতো অশুভ শক্তির হাত থেকে মর্ত্যবাসীকে উদ্ধার করেন। মর্ত্যবাসী তথা ভক্তসাধারনকে ভালো রাখতেই মা মহিষাসুরকে বধ করেন। তবে তিলোত্তমা বা অন্য যত মহিলার ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে মা কি ভালোভাবে নেবেন? ধর্ষনকারী এইসব অসুরকে মা নিশ্চয়ই ছাড় দেবেন না। মা আমাদের বার্তা দেন কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি অশুভ রিপুগুলো দমন করে আমরা যেন সাত্ত্বিক ভাবে নিজেদের নিয়ে যাই। তমো এবং রজো গুনের প্রাধান্য ত্যাগ করে আমরা যেন নিজেদের শুদ্ধ করে তুলি। কিন্তু আমরা কি পারবো? আমরা কি সত্যিকারের দেবী মা এর সাধনা করতে পারবো? যে সাধনা আমরা করে এসেছি, মা এর প্রতিমাকে সামনে রেখে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠা? কবে সার্থক হবে আমাদের দেবী পুজোর সার্থকতা? মহিষাসুর, রাবনের মতো রাক্ষস বা অসুরেরাও শেষসময়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাদের অশুভ রিপুগুলো দমন করা উচিত ছিলো কিন্তু তারা তা নিয়ন্ত্রন করতে পারেননি। ফলে তাদের পতন হয়। তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আমরাও কি সেই অসুরদের মতো ধ্বংসের পথেই যাচ্ছি না?

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বোধ হয় পুরুষ একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে

নির্মলেন্দু দাস

(কবি ও বিজ্ঞানী, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম মানবিক চেতনা সময়ে পিছু হটে। আজকের দিনে বেশিরভাগ পরিবেশের সাথে ছেলেমেয়ে উভয়ে মিলিত হয়ে কর্মে নিয়োজিত থাকে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে মানুষের কীর্তি। এর মধ্যে কুকর্ম কখনো মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার জন্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

তখনকোনটা ন্যায় বা কোনটা অন্যায় সে বোধ থাকে না মানুষের মধ্যে। বিচিত্র মানুষের চরিত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চরিত্রের উদ্ভব হয় নারী ও পুরুষের কাম আকর্ষনের জন্য।এর তীব্রতা যখন যেখানে যেমন, সেখানে তেমন পরিবেশ তৈরি হয়, এর মধ্যে ভালো এবং খারাপ এই দুইয়ের লক্ষন প্রতিফলিত হয়। মনের কথোপকথনের সাজসজ্জা নিজ চরিত্রকে পরিমাপ করতে থাকে।

কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। অধিক মেলামেশা থেকে কাম ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরুষের মনকে অসুস্থ করে তোলে। চরম পরিস্থিতিতে মানবতাবোধের মানসিকতা ধর্ষন ক্রমে রুপান্তরিত হয়।

সেখানে শুধু এক বা দুই পুরুষ নয়, ততধিক কামুক পুরুষ একসাথে কিভাবে যে একজন নারীকে অত্যাচার করে যৌনাঙ্গ ও দেহ অঙ্গকে বিশ্রীভাবে ক্ষতবিক্ষত করে, তা ভাবনার অতীত।

অধুনা ঘটে যাওয়া আর জি কর হসপিটালের ঘটনা গোটা বিশ্বের

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :—

শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।

সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস

মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।

সেল : ৯৭৩৩৫৮৩৫৯৩

মানুষের চোখে খুলে দিয়েছে, ধর্ষনের রুপরেখা !কর্মরত কিছু শিক্ষিত ডাক্তারদের কীর্তি জঘন্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। এরা শিক্ষার মানকে বিবর্ণ করেছে। ধিক্কার দেবার যোগ্যতাও হারিয়েছে এরা।

এদের কাছে সত্য, নীতি,জীবনের মূল্যবোধ সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ করে নিজেদের জীবন তো বটেই, পরিবারকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের কথা ধিক্কারে রুপান্তরিত হয়েছে। সবাই বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে।

সত্য কি বা কেন, মানবতাবোধ কাকে বলে, ভালোর দিক নিয়ে অনেক নীতি কথা, গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মন এমনি এক তরঙ্গ যা আত্মার সাথে মিলিত হয়ে বুদ্ধিমান মানুষকেও নির্বোধ করে তোলে।অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এদের সাথে কুচক্রী সাহায্যকারী থাকে, ফলে পরিবেশ হয় অকল্পনীয়, সমাজ বহির্ভূত এক জঘন্য পরিবেশ।

বাস্তবতা এবং এর সুস্থ প্রয়োগ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। কেননা, মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এদের বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কর্মকান্ড জগতকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। তথাপি কিছু মানুষের অপকর্মের জন্য মানুষ নামের কলঙ্ক হচ্ছে। এসব বড় দুঃখের কথা। কাউকে পরিচয় দেবার মতো নয়।

আসলে মানুষের সকল ঋতু সমূহের মধ্যে কাম এমন এক বিচিত্র ও আকর্ষনীয় অবস্থা যাকে মানতে হয়। প্রতিটি জীব এর ব্যবহারে বংশ বিস্তার করে ধরিত্রীকে সচল করে রেখেছে । জীবদের মধ্যে কাম প্রবনতা রয়েছে, কিন্তু কে কাকে ধর্ষন করছে, এমন কিছু আমার জানা নেই।

তবে একজনের স্ত্রীকে অপর আর একজন ভোগ করবে তেমন কিছুর জন্য কোন কোন জীবের মধ্যে হিংস্রতা লক্ষনীয়। এসব সাময়িক। পরিবেশগত অবস্থা মাত্র। মানুষ যখন বুদ্ধিমান , সেখানে নিজের ওজন ও সদ-বোধকে লঙ্ঘনের কিছু কারণ লক্ষ্য করা যায়।

এক) আগের দিনে ছেলেমেয়েদের ছোট বয়সেই বিবাহ, দুই) যাদের অর্থকড়ির অভাব ছিল না, তাদের একাধিক রক্ষিতা ছিল, তিন) নবাব বা জমিদারগণ নারীদের নিয়ে মসকরা করে বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিত, কেননা রাজ্য দেখাশোনার জন্য লোক নিয়োগ করাই থাকতো। আনন্দের চূড়ান্ত সময়গুলো ওরা ভোগ করে গেছে। চার) নারীরা পুরুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারত না। আজকের দিনের মতো প্রচার ব্যবস্থা ছিল না বলে বহু নিস্পাপ প্রান অকালে হারিয়েছে, সে সবের খোঁজ কি দিতে পারবে? পাঁচ) আন্দর মহলই ছিল নারীদের প্রকৃত জায়গা, ছয়) পুরুষের অত্যাচার গৃহের বাইরে আসা মানে তাকে কষ্টের শেষ সীমানায় পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি।

অদ্ভুত ছিল সেই সমাজ ব্যবস্থা। ধর্ম, পুজা পার্বন সব কিছু ছিল সংস্কারপূর্ণ। আজও এর প্রভাব সমাজে রয়েছে। যেখানে ধর্মে ধর্মে

রয়েছে বিরোধ, সেখানে মানুষে মানুষে হৃদয়-যোগের সূত্রের প্রয়োজন বুঝবে কেমন করে? আমরা ঈশ্বরকে দেখিনি। ঈশ্বরের অনুভব কি সঠিকভাবে তাও জানি না।

কিন্তু একটা শক্তিতো রয়েছে যার উপর নির্ভর করে সকল জড় জীব বিশ্বে বর্তমান। কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। প্রকৃতি বিরুপ হচ্ছে মানুষের ব্যবহারে। মানুষ যত সুখের সাগরে ডুব দিচ্ছে, ততই পরিবেশ বেহাল হয়ে পড়ছে। এর জন্য পুরুষেরা অধিক দায়ী বলে ধরে নেওয়া যায়।

কেননা সারা পৃথিবীতে পুরুষ নারীর চাইতে শক্তিমান ও পুরুষ যা করতে পারে, সময়ে নারী তা করতে পারে না-- এমন অনেক কিছুই আছে। সে যা হোক নেট ঘাটলে দেখা যায় বেশ কয়েকটি দেশে পুরুষের সংখ্য কমে গেছে। সেখানে নারীরা অসহায় বোধ করছে। আবার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনায় জানা যায় পুরুষের ওয়াই-ডি এন এ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এর ফল হিসাবে ভবিষ্যতে পুরুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে না। অবশ্য তা এই মুহুর্তে নয়, অনেক বছর পরে। সে যাই হোক, পুরুষের অমানবিকতার জন্য এসব কি ঈশ্বরের ক্রোধের কারণে? আমার কাছে এর কোন উত্তর জানা না থাকলেও দুর্গা, মা কালী, ভৈরবীদের মতো নারী শক্তির উল্লেখ হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলিতে রয়েছে।

দুর্গা অসুরকে নিধন করছে এমন চিত্র সমাজে কারও অজানা নেই। অসুর মানে শক্তিমান পুরুষ যার কাছে হার মানতে হয় দেবতাদের। নারী রুপী দুর্গা অসুর নিধন করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে এমন পুরুষদের ধারে কাছে যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সেই বহু বছর আগে থেকে পুরুষের অত্যচারে নারীগণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না।

এখনও অত্যাচার সক্রিয় অবস্থায় রমনীদের কষ্ট দেয়। অমানবিক অসহ্য নির্মমতা আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রচারের জন্য নারীরা ঘরের বাইরে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন। প্রতিবাদী সমাজ গড়ে উঠেছে সকল দেশে। তবুও পুরুষের লজ্জা নেই। কিছু পুরুষ ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ মনে করে নিজেদের কুচরিত্রগুলোকে ধরে রেখে অন্যায় করে যাচ্ছে।

বিচার ব্যবস্থায় এদের কঠিন শাস্তি হচ্ছে জেনেও শিক্ষা হচ্ছে না। সেজন্য বোধ হয় পুরুষ একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে এমন কথা জানতে পারি।

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা--

ELECTROGLAUBEN

ElectroGlauben Engineering Pvt. Ltd.

An ISO 9001 Company

Dabgram II, Chota Fapri, Radhakrishna Mandir, Jangal Mahal, Siliguri, Darjeeling, West Bengal-734001
E-mail : info@electroglauben.com
Contact No : +91 8820180587; +91 9733428885
GST : 19AAHCE9268J1ZX
CIN : U27104WB2023PTC266905

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

নি:স্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR, WARD NO. 40, SILIGURI-734006

মা দুগ্গা

কনিকা দাস

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফুলি ছোটে পাইকারি সব্জি বাজারে। ওর তো আর দশটা পাঁচটা অফিস নয় যে আয়েশ করে ধীরেসুস্থে এসব কাজ সারবে? পাইকারি বাজারে আগে পৌঁছাতে পারলে তাও ভালো কিছু পাওয়া যাবে। তারপর সেই সব্জি নিয়ে গিয়ে বসবে ঘুঘুমারির খুচরো বাজারে। আগে এখানে ওর বাবা বসতো। দুবছর হলো বাবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। বাবার চিকিৎসার খরচ অনেক। ওদিকে মা যে কয়েক বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করত তাও বন্ধ হয়ে যায় বাবার অসুখের পর। ফুলিই মাকে বলে সে বাবার মতো বাজারে সব্জি বিক্রি করবে। তখন ফুলি ক্লাস এইটে পড়ে। পাশের বাড়ির মিনতি কাকিমা আর সুভাষকাকুর সাথে প্রথম পাইকারি বাজারে পা রাখে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত সব্জি বিক্রি করে বাড়ি পৌঁছে যায় বাড়িতে। তারপর স্নান খাওয়াদাওয়া করে স্কুলে। আবার বিকেলে এসে বাড়ির পাশে রাস্তার ধারে বসে সিঙারা আর চপ বিক্রি করে। বেঁচে যাওয়া সব্জি দিয়ে সিঙ্গারার তরকারি বানিয়ে রাখে মা। বিকেলেরে এক ঘন্টা কাজ। এভাবে ফুলি বাবার চিকিৎসার খরচ আর সংসার খরচ জোগাড় করে। কিন্তু সে পড়া ছাড়েনি। রাতে ফুলি পড়তে বসে। এবছর ক্লাস টেন। সামনে মাধ্যমিক। ফুলি অনেক বড় স্বপ্ন দেখে। পড়ালেখা করে ও অনেক বড় চাকরি করবে। তারপর সবাইকে নিয়ে একটা ভালো বাড়িতে থাকবে। বাবাকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে তুলবে। ফুলি লেখাপড়ায় খুব ভালো। স্বপ্ন পূরন হতে দেরি নেই বেশি। আপাতত ফুলি ভাবে সামনে দুর্গা পূজা। বাড়িতে ছোট ছোট ভাই বোন বাবা মা সবাই যে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। গত কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই ব্যবসাও মন্দা। আজ রোদ ওঠার পরই পুরোদমে কাজে লেগে যায়। আজ দুটো জিনিসেরই বিক্রি খুব ভালো হয়।সন্ধ্যার পর সব বিক্রিবাট্টা শেষ করে ভাইবোনকে নিয়ে দোকানে গিয়ে জামা, জুতো, শাড়ি সব কিনে নিয়ে আসে।

ভাইবোনের চোখেমুখে আনন্দ আর ধরে না। মায়ের চোখেও আজ আনন্দধারা। মা তাকে আদর করে বলে--তুই আমার লক্ষী মেয়ে। তুই আমাদের মা দুগ্গা।

With Best Compliments From :~

Ph. : 9434352330
৯৪৩৪৩৫২৩৩০

Tufan Cable

hathw@y
Broadband and Digital Cable TV

Pran Beverages Pvt. Ltd.

Reliance Industries Limited

Broadband and Digital Cable TV

Subhrarish Enterprises

Arabinda Pally, Siliguri

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

‘দেবী দুর্গার কৃপাতেই দিকে দিকে মহিলারা সব প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হচ্ছেন’ জানালেন ইসকন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দেবী দুর্গারই একটি রুপ হলেন শ্রীরাধারানী। সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ রাধাষ্টমী বা রাধারানীর আবির্ভাব দিবস। তার আগে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস বলেন, আজ আমাদের নারী শক্তিকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময় এসেছে। সামনে দুর্গা পুজো আসছে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি হলেন রাধারানী। রাধারানী হলেন শক্তি মানে দেবী দুর্গারই অংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই নারী শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা পৌরানিক কাহিনীতে এমনও পাই যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ এক জায়গায় রাধারানীর পা ধরে ক্ষমা চাইছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও তার ভক্তদের বার্তা দিচ্ছেন, নারী শক্তিকে কখনোই অবহেলা নয়। আজ আর জি কর হাসপাতালে নারী ধর্ষন ও হত্যা নিয়ে প্রতিটি ঘর থেকে নারী সমাজের যে প্রতিবাদ ধ্বানিত হচ্ছে মোমবাতি মিছিল থেকে অন্য প্রতিবাদ মিছিল, সবটাই দেবী দুর্গার কৃপাতে হচ্ছে। দেবী দুর্গা সকলকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। তাই সামনে যে দুর্গা পুজো আসছে, তারজন্য আমাদের সকলকে এখন নারী জাতির সম্মান বৃদ্ধির জন্য পুজোর প্রার্থনায় মেতে ওঠা উচিত বলে ইসকন সভাপতি জানিয়েছেন।

ভ্রমন প্রিয় বাঙালির ভ্রমনের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজো মানে ভ্রমন। প্রতি বছরের মতো এবারও ভ্রমনপ্রিয় বাঙালি পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দার্জিলিং সিকিমে বহু বুকিং হয়ে আছে। বিশিষ্ট ভ্রমন গবেষক রাজ বসু জানিয়েছেন, পুজোর আগে এবার এখনো পর্যন্ত যা অবস্থা রাস্তাঘাট পাহাড়ে ভালোই আছে। যেসব রাস্তা কিছুদিন আগে বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব মেরামত হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ীরাও সবাই অপেক্ষা করেন বছরের এই একটি বিশেষ উৎসবের জন্য। এখন তাই পুজো ভ্রমনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

‘মানুষের সাথে মানুষের পাশে’

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

শিবের তান্ডব নৃত্য আনন্দমার্গে, সঙ্গে কৌশিকী নৃত্য

নিজস্ব নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিব হলেন মহাসময়, মহাকাল। শিব শান্ত, শিব আবার রুদ্র মূর্তি ধারন করে । শিবের তান্ডব নৃত্যের কথা আমরা সকলে শুনেছি।কিন্তু আমরা কি জানি শিবের সেই তান্ডব নৃত্য নিয়মিত অনুশীলন করলে আমরা অনেক রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারি। মানুষের কল্যানের জন্যই মহাদেব তান্ডব নৃত্য করেছিলেন বলে আধ্যাত্মিক সাধুরা জানাচ্ছেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ি ভারত নগরে শুরু হওয়া ভলান্টিয়ার্স সোস্যাল সার্ভিসের এক প্রশিক্ষন শিবিরে সেই শিবের তান্ডব নৃত্য পরিবেশিত হয়। এর পাশাপাশি সেখানে মেয়েদের জন্য কৌশিকী নৃত্য পরিবেশিত হয়। যদিও মেয়েদের জন্য শিবের তান্ডব নৃত্যে অংশগ্রহন নিষেধ রয়েছে। মেয়েদের জন্য আনন্দমার্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীআনন্দমূর্তিকৌশিকী নৃত্য প্রবর্তন করেছিলেন। সেই কৌশিকী নৃত্য প্রবর্তনের দিন ছিলো ৬ সেপ্টেম্বর। তাই ৬ই সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি আনন্দমার্গ আশ্রমের প্রশিক্ষন শিবিরে কৌশিকী নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যের মাধ্যমে মেয়েদের শরীরের ২২রকম রোগ নিরাময় হয় বলে আনন্দমার্গের দিল্লি সেক্টরের সেক্টরিয়ান সম্পাদক আচার্য শুভদীপানন্দ অবধূত জানিয়েছেন। আচার্য শুভদীপানন্দ অবধূত আরও জানিয়েছেন, শিবের তান্ডব নৃত্যের মাধ্যমে মস্তিস্কের সুন্দর ব্যায়াম হয়।এর মাধ্যমে পুরুষরা তাদের যৌবন ধরে রাখতে পারে এবং মনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তান্ডব নৃত্য হলো একটি আধ্যাত্মিক নৃত্য। শিলিগুড়িতে আনন্দমার্গের সম্পাদক আচার্য কর্মেশানন্দ অবধূত জানিয়েছেন, একমাত্র আনন্দমার্গই এই তান্ডব নৃত্য ধরে রেখেছে তাদের আশ্রমে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে। সেই অনুষ্ঠানে ভি এস এসের দিল্লি শাখার মুখ্য সম্পাদক আচার্য সর্বজায়ানন্দ অবধূত, ভি এস এসের সক্রিয় সংগঠক অভিজিৎ দাস সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

ভ্রমন মানে শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো নয়, ভ্রমন মানে নিজের ভিতরের সৌন্দর্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভ্রমন মানে শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো নয়। ভ্রমন মানে নিজের ভিতরের সৌন্দর্যকেও আরও সুন্দর করে তোলা। আমাদের যাপন শৈলী যতো অবনতির দিকে যাবে ততই আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংসের দিকে যাবে। আমাদের যাপন পদ্ধতির অবনতি হতে থাকলে হয়তো এই পৃথিবী থাকবে কিন্তু মানুষ থাকবে না। অবলুপ্তি ঘটবে মানব সভ্যতার। শারদীয়া দুর্গোৎসব এর আগে পর্যটন ভাবনা নিয়ে এক বক্তব্যে এসব কথাই মেলে ধরেছেন উত্তর পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ভ্রমন গবেষক রাজ বসু। দার্জিলিং সিকিম ডুয়ার্স থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন রাজ বসু। পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন চিন্তাভাবনার জন্য তাঁর জুড়ি নেই। সিকিম, অরুনাচল প্রদেশ এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বহু চিন্তাভাবনা গ্রহন করছে রাজবাবুর কাছ থেকে। পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসামান্য অবদান রাখায় রাজবাবুকে শ্রদ্ধা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে খবরের ঘন্টার তরফে।

সকলকে শুভ শারদীয়া

কাশ ফুলের আনাগোনা,শিউলি ফুলের গন্ধ মনে পড়ে। আবারও এসে গিয়েছে মা দুর্গার পুজো।
সকলের ভালো মতোন পুজো কাটুক, সকলের জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।
সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-- মায়ের কাছে এটাই রইলো প্রার্থনা

প্রতাপ জুয়েলার্স

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি --০৬
প্রতাপ কর্মকার :
9832453477
অনন্ত কর্মকার :
9851224329

HUID
HALLMARK
গহনার
নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান

শিলিগুড়িতে এবারও শ্যামা পুজোর বড় আকর্ষন নৈহাটির বড়মা

নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়িতে শ্যামা পুজোতে এবারও সমগ্র উত্তরবঙ্গকে তাক লাগিয়ে দিতে চলেছে হায়দরপাড়া লাগোয়া নিউ পালপাড়ার মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব। গতবছরও সেই ক্লাবের শ্যামা পুজোয় আকর্ষন ছিলো নৈহাটির বড় মা। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই প্রতিমা দেখতে রাতভর ভিড় করেছিলেন। এবারও বড়মার প্রতিমা দেখতে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের ভিড় হচ্ছে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে খুঁটি পুজোর পর বড়মার প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার এক ইঞ্চি হলেও বড়মার প্রতিমা বড় হচ্ছে। শিলিগুড়ি কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎ শিল্পী অধীর পালের তত্বাবধানে এই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। রুপ ভারতীর প্রধান কর্ণধার তথা শিলিগুড়ি মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি হলেন অধীরবাবু। যদিও আগের মতো সেভাবে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন না অধীরবাবু। তিনি এখন মূলত ফাইবার দিয়ে বুদ্ধ মূর্তি বেশি তৈরি করেন। তবে ওই এলাকার বাসিন্দা হিসাবে বড়মার প্রতিমা নির্মানে এখন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করছেন। এই বড়মার প্রতিমা তৈরি করার জন্য কালিয়াগঞ্জ , কোচবিহার থেকেও মৃৎ শিল্পীরা এখন শিলিগুড়ি এসেছেন। মোট পাঁচজন কাজ করছেন। বড়মার প্রতিমা এবার কেমন হবে তা বড়মার ইচ্ছে বলে মন্তব্য করেন অধীরবাবু। তিনি বলেন, বড়মার প্রতিমা এবার উচ্চতায় হচ্ছে মুকুট নিয়ে ২৫ ফুট। মহাদেব শয়নে থাকবেন ২২ ফুট দৈর্ঘ্য নিয়ে। এবার প্রতিমা তৈরির খরচ আড়াই লক্ষ টাকা অতিক্রম করবে বলে অধীরবাবুর ধারণা।

দিনের পর দিন মৃৎ শিল্পের উন্নয়নের জন্য অসামান্য কাজ করায় অধীরবাবুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় খবরের ঘন্টার তরফে। সেই সময় অধীরবাবু বলেন, শিলিগুড়ি কুমোরটুলির রাস্তাঘাট এখনো ভালো হলো না এটা তাদের বড় আক্ষেপ। মহানন্দার বিসর্জন ঘাটের পাশ দিয়ে কুমোরটুলি প্রবেশ করতে হয়, আবার বিসর্জন ঘাটের পাশ দিয়েই কুমোরটুলি থেকে বের হতে হয়। ফলে এটা একটি বড় সমস্যা। রাস্তাঘাটও সেখানে ভাঙাচোরা। এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন অধীরবাবু। প্রসঙ্গত সারা উত্তরবঙ্গেই একজন গুনী মৃৎ শিল্পী হিসাবে সুনাম রয়েছে অধীর পালের। শৈশব থেকেই তাঁর মূর্তি গড়ার নেশা তৈরি হয়। এখন দুর্গা, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রতিমা কম তৈরি করেন। কেননা এই সব প্রতিমা তৈরি করে যেরকম পরিশ্রম করতে হয় সেই তুলনায় মূল্য পাওয়া যায় না। বহু পুজো উদ্যোক্তা শিল্পীর শিল্পী সত্তার মূল্য বুঝতে চায় না। অথচ তিনি যখন বুদ্ধ মূর্তিগুলো তৈরি করেন তার একটি মূল্য বা মর্যাদা পান। সিকিম ভুটান থেকে শুরু করে নেপালেও তাঁর হাতে তৈরি অনেক বুদ্ধ মূর্তি তিনি সরবরাহ করেছেন। অধীরবাবু তাঁর কাজে গুনগত মানের দিকে বরাবরই নজর দিয়ে আসেন। তাঁর হাতে তৈরি প্রতিমা সকলের নজর কাড়ে। একটা সময় অনেক দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন। কিন্তু বহু ক্লাব সঠিক মর্যাদা না দেওয়াতে কার্যত মনের দুঃখেই দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। এখন তিনটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। একটি শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের শিবম প্যালেসের দুর্গা প্রতিমা, একটি শিলিগুড়ি রবীন্দ্র নগরে সিটি ডেকোরেটরের দুর্গা প্রতিমা, আরেকটি জলপাইগুড়ির একটি দুর্গা প্রতিমা। অধীরবাবু জানিয়েছেন, মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের বড়মার প্রতিমা তৈরি করতে তাদের মিনি ট্রাকের দুই ট্রাক মাটি লাগছে। আর খড় লাগছে দশ কুইন্টাল। সকাল নটা থেকে প্রতিমা নির্মানের কাজ শুরু হয়, কাজ শেষ হতে রাত বারোটা হয়ে যায়। প্রায় প্রতিদিনই এভাবে চলছে পরিশ্রম।

ঈশ্বরের আদালতে সব পাপের শাস্তি হয়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ধর্ষন এবং হত্যার শাস্তি নিয়ে এখন সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। আর জি করের পৈশাচিক ঘটনার পর এই আলোচনা, শাস্তির দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠছে। এই জাগতিক সংসারে একটি আদালত, একটি শাস্তির বিধান, একটি আইন রয়েছে। কিন্তু অনেকেই অপরাধ বা পাপ করেও জাগতিক সংসারে শাস্তি পাচ্ছে না। ধর্ষন ও হত্যার পরও অনেকে ধরা পড়ছে না, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বহাল তবিয়তে। তাদের কোনো শাস্তি দিতে পারছে না জাগতিক আদালত। কিন্তু ঈশ্বরের আদালতে তাদের শাস্তি হতেই হবে। যে যতো অপকর্মই করুন না কেন, ঈশ্বরের আদালতে তাঁর শাস্তি হবেই হবে। এই জন্মে যদি তাঁর সেই শাস্তি না হয়, পরের জন্মে সেই শাস্তি হবে। কর্মফলের শাস্তি কেও এড়িয়ে যেতে পারেন না। আর জি করের তরুনী চিকিৎসক হত্যা ও ধর্ষন প্রসঙ্গে ব্যাখা

করতে গিয়ে এইসব আধ্যাত্মিক ব্যাখা মেলে ধরেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস। ইসকন সভাপতির বক্তব্য, কর্ম অনুযায়ী মৃত্যুর পর মানুষের জীবাত্মাকে ২৮রকম নরকের মুখোমুখি হতে হয়। কেও যদি জাগতিক সংসারে নারী ধর্ষন, নারী ভোগে সবসময় মেতে থাকেন তবে তাকে তাঁর সেই কর্মের ফল হিসাবে মৃত্যুর পর তাঁর সামনে সুন্দরী নারীকে হাজির করা হয় জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড হিসাবে। জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের সেই নারী মূর্তিকে তাঁকে আলিঙ্গন করতে বলা হয়। অর্থাৎ তোমার কত ভোগ করার ক্ষমতা রয়েছে , তুমি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ডের নারীকে আলিঙ্গন করো। এরকম বিভিন্ন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় জীবাত্মাকে।

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি বলেছেন, পরম ঈশ্বর ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি হলেন রাধারানী। ১১ সেপ্টেম্বর রাধারানীর আবির্ভাব দিবস ছিলো। এই রাধারানীর এক রুপ হলেন দেবী দুর্গা। দেবী দুর্গার অনেক নাম। অম্বিকা, চন্ডিকা, নারায়নী, ঈশানী সহ আরও অনেক নাম। দেবী দুর্গারই

ধর্ষনকারীদের ফাঁসি দেওয়ার আগে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হোক, জানালেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ধর্ষনের শাস্তি রয়েছে মৃত্যুদন্ড। ধর্ষন এবং হত্যার দায়ে অপরাধীদের আরও কি কি কঠোর শাস্তি দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র। শিলিগুড়িতে বিশিষ্ট আইনজীবী এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা জ্যোৎস্না আগরওয়ালা বলেন, ধর্ষনের শাস্তি ফাঁসি। সেই শাস্তি ঠিকই আছে কিন্তু অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়ার আগে এক মাস ধরে এমন এমন সব শাস্তি দিতে হবে যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ধর্ষন, হত্যা জাতীয় অপরাধ করার আগে দশবার চিন্তা করে। আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষন এবং হত্যা প্রসঙ্গে অভিমত দিতে গিয়ে জ্যোৎস্নাদেবী ওই অভিমত দিয়েছেন। একইসঙ্গে জ্যোৎস্নাদেবী বলেন, কঠোর আইনের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব থেকে বাবা মা এবং স্কুল শিক্ষকদেরকে ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা দিতে পারলে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। আর তখন তাদের এই ধরনের নিকৃষ্ট অপরাধ করতে রুচিবোধে বাধা সৃষ্টি করবে। এর বাইরে জ্যোৎস্নাদেবী অভিমত দেন, পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী চালু হয়েছে। কিন্তু এই কন্যাশ্রীর টাকা অনেক সময় অপব্যবহার হচ্ছে। কন্যাশ্রীর টাকা সরাসারি ছাত্রীদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে প্রবেশ করে। আর সেই টাকা তুলে নিয়ে অনেক মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে বা বিয়ে করে নিচ্ছে। এই প্রবনতা ঠেকাতে কন্যাশ্রীর টাকা মেয়েদের একাউন্টে না দিয়ে অভিভাবকদের একাউন্টে দিলে ভালো হবে।

সবার মধ্যে সুমতি দাও মা!

সজল কুমার গুহ

(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

শুরুতেই দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভালো থাকুন , সুস্থ থাকুন সবাইকে নিয়ে। ১৪৩১ এর দুর্গা পূজা সমাগত প্রায়। সপরিবারে মায়ের মর্ত্যে আসার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে একটু আধটু।
দুঃখের বিষয় আমাদের রাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক মর্ত্যের মায়ের সঙ্গে অমানবিক আচরনে যার ফলে সেই মা চলে গেছে পরপারে। আমরা গভীরভাবে মর্মাহত, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে সারা রাজ্য, দেশ তথা বিদেশেও। নারী জাতির প্রতি অপমান, অবহেলা, তাচ্ছিল্য , চলে অপহরন, হত্যা সারা বিশ্বজুড়ে কমবেশি। তীব্র প্রতিবাদ তথা ধিক্কার জানাই এমন অমানবিক কাজের জন্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কথায়, “ নারী হতে জন্মে জাতিঃ তিনি আরও বলেছেন, “ মাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত না হলে নারী জাতিকে ছুঁতে নেই”ইত্যাদি। এমন আরও আরও কথা বলে গেছেন মনিষীরা কিন্তু তবুও হয়ে চলে মাতৃজাতির প্রতি অবমাননা, হত্যা। কঠিন কঠোর আইন কিছুতেই পারছে না এই মহা অন্যায়কে রুখতে। তাই মেয়েদের দরকার আরও বেশি সচেতনতা, আরও নিয়ন্ত্রন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে আরও কর্মক্ষম করা ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিভাবকদের উচিত মেয়েদের সাথে সাথে ছেলেদের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা। সবশেষে মায়ের মর্ত্যে আগমনে তাঁর চরণে আমাদের প্রার্থনা “রক্ষা করো মা মাতৃজাতিকে কিছু কিছু দু পায়ের পশুদের থেকে।”সবার মধ্যে সুমতি দাও মা !

একসময় এই ব্যক্তি ছিলেন হোটেলের লিফটম্যান এবং চৌকিদার, আজ শিল্প কারখানা খুলে বহু বেকারের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একসময় তিনি ছিলেন একটি হোটেলের লিফটম্যান।কখনো আবার কোথাও চৌকিদারি করেছেন। সেই সব সামাজিক কাজ সাময়িকভাবে করলেও মনের ভিতরে স্বপ্ন ছিলো জীবনে যুদ্ধ চালিয়ে একদিন শিল্প কারখানা তৈরি করবেন। স্বপ্ন দেখতেন, শিল্প কারখানা স্থাপন করে এবং বহু বেকারের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করবেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে দিনের পর দিন সংগ্রাম করেছেন। আর আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে ছোটা ফাঁপড়ি এলাকায় তিনি কয়েকজন অংশীদারকে নিয়ে খুলেছেন শিল্প কারখানা ইলেক্ট্রো গ্লোউবেন ইঞ্জিনীয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড। সেখানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম তৈরি হয়। বিভিন্ন জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে আজ তাঁরা কাজ করছেন। শিলিগুড়ি থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কর্মপদ্ধতি ছড়েয়ে পড়ছে। সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তি, শিলিগুড়ি জ্যোতিনগরনিবাসী অপূর্ব ঘোষকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো খবরের ঘন্টার তরফে। কিন্তু দীর্ঘ এই লড়াইয়ে সফলতা নিয়ে আসার চাবিকাঠি কি, প্রশ্ন করলে অপূর্ববাবু বলেন, কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং অবশ্যই একটি আদর্শকে ধরে এগিয়ে চলা। সেই আদর্শ হলো স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজিকে সামনে রেখে যুবকদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে শুধু কারখানা খোলেননি, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজও করেন তিনি। তথাকথিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাঁর কাছে না থাকতে পারে কিন্তু মানুষের সেবা করার মতো মানসিকতা বা ডিগ্রি অর্জন করেছেন স্বামীজিকে আঁকড়ে ধরে। প্রতিবছর ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন, রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেন। এবারও সেই আয়োজনে কোনো খামতি ছিল না। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যায় যদি যুদ্ধ করা যায়, তার এক ব্যতিক্রমী নজির হলো এই অপূর্ব ঘোষ।

সকলকে শুভ শারদীয়া

উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দে মেতে ওঠার সঙ্গে পরিবেশও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। পুজোর মধ্যে নদী যাতে কোনোভাবেই দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখুন পরিবেশ প্রকৃতি ভালো রাখলেই কিন্তু দেবী পুজো সার্থক হবে

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা এবং সকল সদস্যসদস্যাবৃন্দ।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরে নানান রোগ, তারপরও নিজের জমি বিক্রি করে সমাজসেবার কাজে বিরল নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বয়স তাঁর ৭৮ বছর অতিক্রম করেছে। শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বেঁধেছে। পেটের রোগের সঙ্গে রয়েছে হাই প্রেসার, শরীরে বসানো আছে ক্যাথিডার, কোলেস্টরল, অ্যাজমা বা শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা। এতো কিছু রোগকে উপেক্ষা করে গরিব সাধারণ মানুষের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এই ব্যক্তি। অর্থ অনেকের আছে। কিন্তু অর্থকে সৎ কাজে ব্যবহার করার মানসিকতা কম লোকেরই রয়েছে। সেদিক থেকে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছেন শিলিগুড়ি লেকটাউন নিবাসী নীতিশ বসু। তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। নিজের শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেই শুধু নজির তৈরি করেননি নীতিশবাবু, নিজের জমিজমা বিক্রি করে সেইসব টাকাও সমাজসেবার কাজে ব্যয় করছেন। কখনো চা বাগানে গিয়ে বস্ত্র এবং খাদ্য বিতরন করছেন, কখনো ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের পাশে থাকছেন , কখনো দুঃস্থ অসহায় মহিলাকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য করছেন, দুঃস্থ অসহায় মহিলারা কিভাবে স্বনির্ভর হবেন তার প্রয়াসও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার দুঃস্থ ও মেধাবীদেরও অর্থ সাহায্য করছেন পড়াশোনার জন্য। এইরকম ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব নীতিশ বসুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো খবরের ঘন্টার তরফে। আজকের সমাজে যখন চরম স্বার্থপরতা কিছু মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে তখন নীতিশবাবুদের মতো মানুষদের চিন্তাভাবনা এবং কাজকে অবশ্যই কুর্নিশ জানাতে হয়।

তাঁর শরীরে বহু রোগব্যাধি কিন্তু তারপরও মানুষের সেবা করে তিনি আনন্দ পান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তাঁর শরীরে রয়েছে নানা রোগব্যাধি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করতে তাঁকে ১৫টি ওষুধ সেবন করতে হয়। এরপরও তিনি মানবিক সেবামূলক কাজ থেকে পিছু হটেননি। বরঞ্চ মানুষের সেবা করে তিনি আনন্দ পান এবং তাঁর শরীর অনেকটা ভালো থাকে বলে তিনি জানান। সামনে দেবী মা এর আরাধনা। আর দেবী শক্তির প্রতীক বিভিন্ন নারীকে তিনি সহযোগিতা করেন। বহু দুঃস্থ অসহায় মহিলা তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে জীবনে চলার পথে নতুন শক্তি পেয়েছেন। শিলিগুড়ি লেকটাউন নিবাসী পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু বলেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন মানুষের কল্যানে তাঁর এই সামাজিক ও মানবিক সেবা চলতে থাকবে।

কেবল অপারেটরকে খবরের ঘন্টার সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একসময় তিনি ছিলেন আমার কেবলের অন্যতম ডিরেক্টর। এখনো তিনি কেবল অপারেটর। তার সঙ্গে অন্য ব্যবসাও রয়েছে। তবে সামাজিক কাজ করতে ভালোবাসেন। মানুষের আপদেবিপদে পাশে থাকেন। সেই কারনে শিলিগুড়ি অরবিন্দ পল্লী নিবাসী কেবল অপারেটর এবং সমাজকর্মী আবীর দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো খবরের ঘন্টার তরফে। তিনি একজন খবরের ঘন্টার শুভাকাঙ্খী।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

চা শ্রমিকদের পেট পুরে খাইয়ে বস্ত্র বিতরন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এলাকায় তিনি প্রচুর বৃক্ষরোপন করছেন, তার পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের জন্য বড় টব দিয়ে তারমধ্যে গাছ লাগিয়ে দিচ্ছেন। শিলিগুড়ি পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ চম্পাসারি এলাকায় এভাবেই বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা পুরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য দিলীপ বর্মন। সামনে পুজো আসছে। পুজোকে কেন্দ্র করেও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহন করেছেন । নকশালবাড়ি ব্লকের অধীন ত্রিহানা চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তিনি প্রচুর বস্ত্র বিতরনের উদ্যোগ নেন। চা শ্রমিকদের সকালে প্রাতঃরাশ করিয়ে দুপুরে পেট পুরে খাইয়ে সকলের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উত্তরের অভিযান নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বহু বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক , মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করে আসছেন দিলীপবাবু। চা বাগান ও তার আশপাশে খেলাধূলার প্রসারেও তিনি কাজ করছেন। তিনি চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের সভাপতি। সেই ক্লাবের মাধ্যমেও দেবী দুর্গার আরাধনা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজ করেন দিলীপবাবু। আর দিনের পর দিন সামাজিক ও মানবিক কাজ করায় একজন সমাজসেবী হিসাবে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করলো খবরের ঘন্টা।

শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবার ব্লকে ব্লকে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সারা বছর ধরেই সামাজিক ও মানবিক কাজ করে চলেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বয়স্ক ও অসহায় মানুষদের তাঁরা প্রতি মাসে চাল ডাল পৌঁছে দিচ্ছেন। এবার পুজোর মধ্যে তারা বস্ত্র বিতরনে নামছেন বলে এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী নবকুমার বসাক জানিয়েছেন। তাছাড়া শীঘ্রই তাঁরা শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছেন বলে নবকুমারবাবু জানিয়েছেন। নবকুমারবাবু বলেন, এখন সমাজের যা পরিস্থিতি তাতে শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা প্রবেশ করাতে হবে। শিশুরা যাতে মোবাইলে কুদৃশ্য না দেখে, শিশুদের মধ্যে যাতে কুচিন্তা না আসে সেজন্য তাঁরা প্রতি ব্লকে ব্লকে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছেন। বিভিন্ন ব্লককে যুক্ত করে নবকুমারবাবুদের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন এক প্রশংসার পরিবেশ তৈরি করছে। নবকুমারবাবু আরও বলেন, দেবী দুর্গার আরাধনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বত্র মা বোনদের সম্মান বৃদ্ধি করতে হবে। মা বোনরা ভালো থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকবো। পুজোর মধ্যে নারী সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁরা সচেতনতামূলক প্রচার চালাবেন বলে নবকুমারবাবু জানিয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সাহায্য করার নম্বর হলো ৭৯০৮৮৪৬৫৮১

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে --

তোমরা সবাই পুজো ভালো কাটাও। আনন্দ করো। শান্তিতে থাকো। মা দুর্গা সকলকে ভালো রেখো। উৎসবের দিনগুলোতে দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোও যাতে হাসিতে থাকে সেদিকে সবাই নজর রেখো।

- তোমাদের সকলের টোটোন সাহা, শুভ্রা সাহা এবং রাজশ্রী সাহা (সোনামা)

With Best Compliments From
Prop.Toton Saha

M/S. GANESH BHANDAR

Madhya Chayan Para
Ward No. 37
Ramani Saha More
P.S Bhaktinagar
Distt. Jalpaiguri
Mobile --7679798725

চম্পাসারিরি পুজোয় এবার মন্ডপ সজ্জার আকর্ষন চিনের বৌদ্ধ মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয় চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে ।সেই মাঠে বিরাট পুজো মন্ডপ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বহু দর্শনার্থী মেলায় সামিল হন। পুজো উপলক্ষ্যে সেখানে মেলাও বসে। বহু মানুষের ভিড় পুজোর কটা দিন সেখানে উপচে পড়ে।এবারও সেই ক্লাব দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। এবার সেই ক্লাবে চিনের একটি বুদ্ধ মন্দিরের অনুকরনে তৈরি হচ্ছে পুজো মন্ডপ। পুজোর কটা দিন সেখানে ভিড় ও নিরাপত্তা সামলানোর জন্য পুলিশের পাশাপাশি ক্লাবের তরফে নিরাপত্তা রক্ষীও নামানো হচ্ছে। থাকবে মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবীও। ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবীরাতে থাকছেনই। ওই ক্লাবে সভাপতি তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন জানিয়েছেন, যেসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকজন সেখানে প্রতিমা দর্শনে যাবেন তাদের জন্য হুইল চেয়ারের বন্দোবস্ত থাকছে। প্রতিমা দর্শন করার জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা ক্লাব চত্বর থেকে হুইল চেয়ারে চেপে প্রতিমা ও মন্ডপ দর্শনে যেতে পারে। সবমিলিয়ে দর্শনার্থীদের কথা চিন্তা করেছে এই ক্লাব। সকলকে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে প্রতিমা দর্শন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন দিলীপবাবু।

জগদীশ সরকারকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হলেন জগদীশ সরকার। তাছাড়া হায়দরপাড়া শিব সংঘের সম্পাদক তিনি। বিভিন্ন সামাজিক কাজও করেন জগদীশবাবু ওরফে ক্যাবলা। তাই তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় খবরের ঘন্টার তরফে।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

বিশ্ব কর্মা পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মানবিক ও সামাজিক কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্ব কর্মা পুজো উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরের ইস্টার্ন বাইপাসের পাশে অবস্থিত ছোটা ফাঁপড়িতে মঙ্গলবার ১৭ সেপ্টেম্বর রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরন, চোখ পরীক্ষা শিবির প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমাজসেবী তথা ইলেক্ট্রো গ্লোউবেন ইঞ্জিনীয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম কর্ণধার অপূর্ব ঘোষ সেই সামাজিক ও মানবিক কাজের উদ্যোগ নেন। প্রতিবছরই তিনি বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে এই ধরনের মানবিক আয়োজনের উদ্যোগ নেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।এর পাশাপাশি সেখানে সারাদিন রাত পর্যন্ত চলে প্রসাদ বিতরন। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী করিমূল হক, সাহুডাঙি আশ্রমের মহারাজ, ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী বাবলু তালুকদার, আইনজীবী সঞ্জয় সাহা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বস্ত্র বিতরন হওয়ায় বহু গরিব মানুষ খুশি। তাছাড়া পেট পুরে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরনের বন্দোবস্ত ছিলো। এই কোম্পানির মাধ্যমে তাঁরা বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করেন।

তাদের উৎপাদিত কিছু বিদ্যুৎ সামগ্রী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও ব্যবহার হয়। বহু বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে সেই কোম্পানিতে। এদিন নিষ্ঠা সহকারে বিশ্ব কর্মা পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মানবিক ও সামাজিক সেবার তারিফ করেন সকলেই। এমনিতে সারা বছর ধরেই অনেক সামাজিক কাজ করেন অপূর্ববাবু। বিশ্ব কর্মা পুজোর দিন তা আরও অন্য মাত্রায় পৌছায়।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুডি

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি

তারাপীঠ শ্মশানে বস্ত্র এবং খাদ্য বিতরনে শিলিগুড়ির পূজা মোক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলার রামপুরহাট এলাকার অবস্থিত তারাপীঠ মন্দির। সেই মন্দির এবং সেখানকার শ্মশান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত। জাগ্রত এক শক্তিপীঠ হিসাবেও আধ্যাত্মিক মহলে পরিচিত নাম এই তারাপীঠ। প্রতিদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ততো বটেই দেশবিদেশ থেকে বহু ভক্ত তারাপীঠে উপস্থিত হন তারা মায়ের দর্শন করে পুজো দেওয়ার জন্য। এই ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যমন্ডিত তারাপীঠ ঘিরে ভক্ত মহলে অনেক কথা, অনেক গল্প প্রচারিত রয়েছে। বহু ভক্ত সেখানে পৌঁছে মা তারার কাছে মানত করেন। মানত পূর্ণ হলে আবার তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন তারা মা এর পুজো দিতে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা এই তারাপীঠেই তারা মা এর দর্শন পান বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই তারাপীঠ শ্মশানে দিনরাত সাধনভজন করার সময় বামাক্ষ্যাপা খোদ তারা মা এর দর্শন পান বলেই সবাই বিশ্বাস করেন। আর সেই ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যমন্ডিত তারাপীঠ শ্মশানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে অংশ নিলেন শিলিগুড়ি ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী পূজা মোক্তার এবং তাঁর সংগঠনের সদস্যরা। তারাপীঠ শ্মশান, যেখানে ইতিহাস খ্যাত সাধক বামাক্ষ্যাপা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেখানে ভক্তির সঙ্গেই পূজাদেবী দরিদ্র অসহায় মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করলেন। তার সঙ্গে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলেন। পূজাদেবীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সংগঠনের সদস্যা জয়ন্তী রায়, সীমা থাপা, ললিতা পোদ্দার প্রমুখ। ওই শ্মশানে আজ থেকে পনেরো বছর আগে পূজাদেবীর মা তুলসী ভৈরবীর সমাধি হয়। বহু বছর প্রয়াত তুলসী ভৈরবী তারাপীঠ শ্মশানে থেকে মা তাঁরার সাধন ভজন করেছেন। সেই শ্মশানেই আশ্চর্যজনকভাবে রয়েছে কিছু হনুমান। পূজাদেবী সেই সব হনুমানের মধ্যেও খাদ্য বিতরন করেন।

পূজাদেবী সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন সাধুকে ডাক্তার দেখানোর উদ্যোগ গ্রহন করে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধও বিতরন করেন। ৫,৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর টানা তিন দিন ধরে সেই সব সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচিগুলো আয়োজন করেন পূজাদেবী যা এক নজিরবিহীন ঘটনা।

পূজাদেবীর ভাইপো সৌমেন ভট্টাচার্য সেই তারাপীঠ মন্দিরের পুরোহিত। সেই হিসাবে কাকভোরে তারা মা এর পুজো দিতে গিয়ে তারা মা এর বিগ্রহের চরনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। এরপর তারাপীঠ লাগোয়া আঁটিয়া গ্রামে উপস্থিত হন । সেই গ্রামেই রয়েছে সাধক বামাক্ষ্যাপার ব্যবহার করা কিছু ঐতিহাসিক সামগ্রীও। সেই স্থানে সাধক বামাক্ষ্যাপার প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে পুজো দেন পূজাদেবী। পূজাদেবী জানিয়েছেন, বর্তমানে তারাপীঠ মন্দিরে অনেক সংস্কার হচ্ছে। সেখানে মন্দিরগুলো আরও সুন্দর রুপ দেওয়া হচ্ছে নতুনভাবে। সেখানে গনেশ মূর্তি থেকে শিব মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি সবই রয়েছে। সবমিলিয়ে এবার তাঁর তারাপীঠ ভ্রমন আরও অন্যরকম ছিলো বলে পূজা মোক্তার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁরা মা এর আশীর্বাদ নিয়ে এসে তিনি এবার আরও বেশি বেশি করে রাস্তার ভবঘুরে অসহায় দরিদ্রদের সেবা করবেন। দুর্গাপুজোর মধ্যে মা এর কৃপায় অসহায় দরিদ্রদের নতুন বস্ত্র পড়িয়ে তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নামবেন বলে পূজাদেবী জানিয়েছেন।

নদী দিবসের আগে মহানন্দা আরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহরে মহানন্দা নদীর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করতে অনবরত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে নমামি গঙ্গে এবং মহানন্দা বাঁচাও কমিটি। প্রতি পূর্ণিমাতেই এখন মহানন্দা বাঁচাতে আরতি এবং পুজোর আয়োজন করা হয়। সেই হিসাবে ১৮ সেপ্টেম্বরও মহানন্দা আরতির আয়োজন করা হয়। এরপর লক্ষী পূর্ণিমার পরদিন পরবর্তী মহানন্দা আরতির অনুষ্ঠান হবে। এই আরতি বা মহানন্দা বাঁচাও কমিটির প্রধান নেত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার নদী দিবস ছিলো। তারসঙ্গে পুজোর উৎসব মরশুম শুরু হয়েছে। পুজো উৎসবে নদীতে প্রতিমা বিসর্জন হয়।প্রতিমার কেমিক্যাল রং থেকে নদী দূষিত হয়। তাই নদী দূষন ঠেকাতে সকলকে আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন জ্যোৎস্নাদেবী। তাঁর মতে, নদীতে প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে আলাদাভাবে একটি বন্দোবস্ত যেমন নদীর পাশে কোনো পুকুর খনন করে সেই পুকুরে সব প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হলে প্রতিমার মাটি এবং কাঠামোগুলোও কাজে লাগতো। তাছাড়া নদী দূষনও কমতো। নদী বাঁচাতে সকলে এগিয়ে না এলে তার পরিনাম পরিবেশ এবং মানুষের ওপর পড়বে বলেই জ্যোৎস্নাদেবী জানিয়েছেন।

বিশ্ব কর্মা পুজোর পর ১৮ সেপ্টেম্বর বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মহানন্দা আরতি অনুষ্ঠিত হয়। তবে নদীর ধারে মহিষের খাটাল, নদীর মধ্যে মহিষ স্নান করানোর ঘটনায় সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নদী দূষন কমাতে মহিষ স্নান করানোর প্রবনতা ঠেকানো জরুরি বলে পরিবেশপ্রেমীরা জানিয়েছেন।

পুজোর আনন্দ

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

মন আনন্দ পুজোর গন্ধ নীল আকাশের
খেলা মেঘের ভেলা শিউলি ফুলের গন্ধে
পুজো পুজো ছন্দে সবাই মেতেছে আনন্দে।
ঝিলের ধারে কাশফুল ঘিরে পদ্ম ফুটে
ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি আসছে ছুটে
বিদেশ থেকে মিষ্টি সুর ওদের ঠোঁটে পুজোর
গন্ধ লেগেছে ওরাও সুর তুলে নাচে মহা আনন্দে,
বুক করে দুরু দুরু আকাশ করেছে মুখ
ভার গুরু গুরু ছন্দ এ কোন গর্জন কর তাল
আনন্দটা হবে নাতো বরবাদ দুর্গা মায়ের
আবির্ভাব বর্ষা নাহি যেন হয়।
নতুন ড্রেস নতুন জুতো মন জুড়ে মহা
আনন্দ ছোটাছুটি এ মন্দিরে ছেড়ে ঐ
মন্দিরে সব বন্ধুদের হাত ধরে পুজোর
কয়দিন পড়তে নাহি হবে ঢাকের তালে
নাচবো সবাই কোমর দুলিয়ে।
সুট বুট কোট পড়ে বাবা মার হাত ধরে
আনন্দের সারা রাত ঠাকুরের দেখব নতুন
জুতোয় ফোসকা পড়লো পায়ে তবুও
আনন্দে ঘাটতি নাহি হবে।
ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ঢুকে কাবাব বিরিয়ানি
খাব বাবা মার সাথে সেলফি তুলবে বাবা মা
মহা আনন্দে ভোর রাকে বাড়ি ফেরা ছোট
হলেও ছোট আমি নই বড় বড় লাগে বন্দুক
টুপি আছে আমার সাথে পটকা ফুটাবো এই আনন্দে।

বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নারী

অর্চনা মিত্র

মাতৃ রুপে জগৎ জননী
মহাশক্তির সৃষ্টি নারী
নারী সতী নারী সীতা
নারী চন্ডালী মা কালী
লক্ষী রুপেই স্বর্গ গড়ে
স্বামীর ঘরকে আলো করে
হংসের সৃষ্টির সত্বা শ্রেষ্ঠ কে?
যুদ্ধ জয়ী বীরাঙ্গনা নারী
বীরত্ব পুরুষের রথের সারথি
জগৎ জননী প্রেসসী নারী
বিশালক্ষী ধৈর্য্য মস্তা দয়াময়ী
বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নারী।

কবির জন্মদিন

ধনঞ্জয় পাল
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রতি বছর আসবে যখন সতেরোই আশ্বিন
অনুগামীরা করবে পালন আমার জন্মদিন।
ছবি হয়ে থাকবো আমি ঐ দেয়ালেতে ঝুলে
সবাই সাজাবে আমায় চন্দন-মালা-ফুলে।
জ্বালাবে প্রদীপ বাতি, জ্বালাবে সুগন্ধ ধুপ
আমি শুধু রইবো চেয়ে, থাকবো করে চুপ।
তোমরা করবে কবিতা পাঠ, গাইবে আমার গান
তোমাদের ভালবাসায় জুড়াবে আমার প্রাণ
নাই-বা থাকুক সবার ঘরে আমার বাঁধানো ছবি
শুধু তোমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চায় এই কবি।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
সুজিত ঘোষ (বাপি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশান
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD
GHOGOMALI
SILIGURI

শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের কাছে সবার ভালো থাকার আবেদন

মুকুল দাস
(বয়স ৯৯, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা আসবে আসবে করে
সবার মন আনন্দেতে যায় ভরে ।
পঞ্চমীতে স্বায়ংকালে মায়ের হয় বোধন।
ষষ্ঠীতে শ্রী শ্রী দুর্গা মাকে করি শুভ আমন্ত্রন
সপ্তমীতে মায়ের পূজায় হয় নবপত্রিকা স্থাপন,
অষ্টমীতে সর্বলোকে ব্রত-উপবাসে মাকে
করে স্মরন।
নবমী হলে মাকে দেখি যাব যাব রুপে যাবে
স্বামীর ঘরে,
চারিদিকে তাই রব ওঠে মায়ের যাবার আয়োজন করে।
করবার কিছু নেই স্বল্পবুদ্ধির মানুষ আমরা
দশমীতে মাকে দেই জলে দেই বিসর্জন।
ঘরে ঘরে মা বউদের সময় নেই এখন।
সবাই সিঁদুর পড়ায়, ধরে মায়ের চরণ।
এই দিনে মায়ের কাছে চায় আশীর্বাদ--
চারিদিকে রটে যায় এই সংবাদ।
এরপর ধনী গরিব সকলে মিলে একসাথে
জাতপাত ভুলে গিয়ে মিষ্টি মুখ হাসি ঠাট্টায় মাতে।
হিংসা দ্বেষ অহংকার থাকে না যেন কাহারও অন্তরে।
মায়ের শুভ আশীর্বাদে---
ভালো থেকো প্রাণী সকল পাহাড় পর্বত
সাগর আর বন।
ভালো থেকো দেবদেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর
ইন্দ্র-নারায়ণ।
ভালো থেকো বৃক্ষলতা ফল, ভাল আকাশ
মাটি ও পবন।
ভালো থেকো ধরণীর পশু পাখি নদনদী
ঝরণা বরফ জল,
ভালো রেখো মানুষদের,
মন দিও না ' বিষ-সম'--
দিও ভালো ফল।

মা আসছে

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা আসছে মা আসছে আয়রে সবে ছুটে
আগমনীর বাদ্য বাজে ঢাকের তালে তালে,
কাসর ঘন্টা শঙ্খ বাজে উলুধ্বনি দে।
মা আসছে মা আসছে মাকে বরন করে নে।
মা যে আমার রুপসী কন্যা
তার রুপের নেইকো তুলনা।
মায়ের সাথে সাজবো মোরা
সাজাবো মোদের ঘর
মা আসছে মা আসছে
আগমনীর সুরে গান ধর।

ঝুলতে হবে ফাঁসির মঞ্চে

নির্মলেন্দু দাস
(কবি ও বিজ্ঞানী, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বদের হাড়ি আছে অসুর পুরুষ কিছু
ওরাই ছোটে নারীর পিছু পিছু?
মস্তিস্ক এদের এতই বিকল?
বুদ্ধির গোঁড়ায় ঢালে নোংরা জল?
এভাবে পুরুষ কেন দিস কুৎসিত পরিচয়?
লজ্জা কি নেই, জানিস না কি ভাব
বিনিময়?
সম্মান কেনা সহজ নয়,
নিজের মেয়ে বউকে দেখিস যে ভাবে,
করিস না তো ভয়,
সমিহ করে চলতে না জানলে
নারীরা করবে হৃদয় ক্ষয়।
বুঝলি পুরুষ? হোসনা কামুক
ওয়াই-- ডি এন এ হচ্ছে ধ্বংস।
এরপর থাকবে কি তোর বংশ?
পৃথিবীতে থাকবে শুধু নারী যেন পরিচয়হীন
কোন পরী।
মূল্যহীন অচল ঘড়ি।
হবে না তখন রমনীর সাথে অনিচ্ছা মিলন
ক্রিয়া?
বুঝলি বুর্বক ওরা পারবে না দিতে কাউকে
হিয়া।
বলি তাই বেল পাকলে কাকের কি?
ভাবনাটা তোর বড়ই কুৎসিত।
এমন সাহস দেখিয়ে কি লাভ?
পচে মরতে হবে জেলাঞ্চলে।
কিম্বা ঝুলতে হবে ফাঁসির মঞ্চে।
হবি বর্ণহীন।
অপমানের খাঁড়া এমন শর্তহীন।

দুর্গা পুজো

জ্যোতি বিশ্বাস
(মন্ডলঘাট)

দেবী তুমি জননী আমাদের
অনেক তোমার নাম
অনেক নামে চিনি তোমায়
তুমি সব পরিকাম।
মাতা জননী এসো গো তুমি
আশ্বিনের শরৎ মেঘে
সবার মনে আনন্দের সুর
উঠল খুশি জেগে।
নতুন সাজে নতুন পোশাক
নতুন হাসিখুশি
নতুন মনে নতুন রং
লাগলো আরো বেশি
সঙ্গে নিয়ে আসবে তুমি
তোমার ছেলেমেয়ে
বড়ো খুশি আর আনন্দ
কিছু আছে কি এর চেয়ে।
শরৎ আকাশে হালকা বাতাসে
ভাসে মেঘেদের ভেলা
রঙিন আলোতে নতুন সাজেতে
ভোরে ওঠে ওই মেলা।
দল বেঁধে সব ঠাকুর দেখা
ভারি মজায় দিন কাটে
দুর্গা পুজোর মেলা বসেছে
গ্রামের ওই মাঠে।
আনন্দে কাটে চারদিন
কী যে ভালো লাগে
পুজোতে কোথায় ঘুরতে যাব
পরিকল্পনা করা হয় আগে।

আসছে উমা বাপের ঘরে

শিখা রায়
(শ্রীজেন সৃষ্টি এপার্টমেন্ট,আলফাঙ্গা স্কুল রোড, ঠিকনিকাটা,
শুশ্রুতনগর, মাটিগাড়া, দার্জিলিং)

মেঘ মুক্ত নীলাভ আকাশ
পুজো পুজো গন্ধে বাতাস,
ব্যস্ত আজি কুমোরটুলি
পুজো আসছে কেমনে ভুলি।
কাশফুলেতে নদী সাজে
দূরে ঢাকির বাদ্যি বাজে,
দিঘীর জলে সরোজ দোলে
শিউলি ঝরে ধরনীর কোলে।
খুশিতে সাজাবে বরণ ডালা
ফল মিঠাইয়ে ভরবে থালা,
নীলকণ্ঠ উমার বার্তা আনে
মরাল তাকায় সেদিক পানে।
আসছে উমা বাপের ঘরে
মেনকার মুখে মুক্ত ঝরে,
শাপলা শালুক দিঘীর পরে
সোনার রোদ মুগ্ধ করে।

মা আসছেন

সুশীতল দত্ত
(শালকুমারহাট,মোবাইল ঃ ৭৬৭৯১৮৯১০৪)

শালুক পাঁপড়ি মেলে থাকা ভোর
শিউলিফুলে মন জয় করা মুহূর্ত,
কাশফুলে ছড়ানো হাসিতে অনুভূতি
শিহরন,
সোনা ঝরা রোদ্দুরমাখা গায়ে বসে আছি।
চেয়ে দেখি তুলো মেঘমালা নীল আকাশে
ঝলমলে আকাশে উড়ন্ত চিল--
এসবই শরীরে আনে আমেজ।
শুনছি শব্দ কাছেদূরে 'মা আসছেন'।
মা আসছেন অভয়বার্তা দিতে।
এসো, প্রার্থনা করি মানুষের মতো মানুষ হই
অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করি।

মা আসেন আর আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়

অভিক মুখার্জী (প্রফেসর কলোনি, কেন্দুয়াদিহি, লেন নম্বর ৪, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১০২)

দাদু বলতেন, মন্ত্র অথবা চন্ডীপাঠের কোনো মানে কখনও খুঁজতে যেও না। এসব অনুভব করার বিষয়। অর্থ না বুঝলেও চলবে। এখনও মহালয়ার চন্ডীপাঠ শুনে আমি সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মতো অবাক হয়ে যাই। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের অপার্থিব কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারন। আর দেবী পক্ষের সূচনা মানেই পুজো এসে যাওয়া। দুর্গা পুজোর প্রায় তিন মাস আগে খুঁটিপুজোর দিন থেকে শুরু হয় আবেগ। দিন গুনতে থাকে বাঙালি। প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে আস্তে আস্তে বাঁশের উপর ত্রিপল চড়তে থাকে আর তারপর শুরু হয় মন্ডপ সজ্জা। ''এইতো আর মাত্র কয়েকটা দিন ব্যস তারপরেই বেশ কয়েকটা দিন ছুটি পাবো।''সারা বছরের কাজ, অফিস, ব্যবসা, টেনশন থেকে একটু মুক্তি। 'মা' আসেন আর আমাদের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। ইতিবাচক বিশুদ্ধ আবহে ছেয়ে থাকে পরিবেশ। আমার বাড়ির কাছাকাছির মধ্যে অনেকগুলি দুর্গা পুজো হয়। ঠিক মায়ের পুজোর ক্ষনগুলিতে আমি ছাদে উঠে যাই। চারিপাশের প্রত্যেকটা পুজো মন্ডপ থেকে মাইকে ভেসে আসে পুজোর মন্ত্র। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে হয়, এই সময়গুলির সাক্ষী হবো বলেই বাঙালি হয়ে জন্মানো। সমগ্র পরিবেশ তখন ধূপধুনোর এক বিশুদ্ধ গন্ধে ভরপুর। প্রকৃতিতে আর কোন অশুচিতা নেই। ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই পরিবেশ শুদ্ধ, মায়াময়। নবমীর শেষ লগ্নে যখন প্রতিমা দর্শন করে বাড়ি ফিরি তখন-------থাক না মন খারাপের কথাগুলো না ই বা লিখলাম এখানে। দশমীর বিষাদ আর কারোর অজানা নয়। পুজো আসছে এটাই আনন্দের। তারপর আবার এক বছরের অপেক্ষা। বছর বছর এসো মা। দুঃখের অশ্রু নয় বৃষ্টির মতো আনন্দ ঝরে পড়ুক সবার জীবনে।

ধর্ষনের ফলেই জন্ম হয়েছিল মহিষাসুরের

বাপি ঘোষ

সম্প্রতি শারদীয়া দুর্গাপুজোর আগে বাংলাতে তিলোত্তমার ধর্ষন ও হত্যাকান্ড ঘটে। ফলে পুজোর আগে গোটা বাংলা উত্তাল। অপরাধী/অপরাধীদের শাস্তি ও বিচারের দাবিতে প্রতিদিন মিটিং মিছিল চলছে। গোটা বাংলার নারী সমাজ বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে আর উই ওয়ান্ট জাস্টিসের দাবিতে সবাই সোচ্চার। রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সি বি আই। সবাই চাইছেন, এই অপরাধ রহস্য বেরিয়ে আসুক এবং দোষীরা শাস্তি পাক। কিন্তু নারী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার বা তাদের অবহেলার ফল যে ভালো হতে পারে না তা কিন্তু সহজেই বলা যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক বা পৌরনিক কাহিনীগুলোর দিকে ফিরে তাকালেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই, নারী সম্প্রদায়কে কিভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন খোদ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।এমনকি পরম ঈশ্বর মহাদেব বা ব্রহ্মা অসুরদের তপস্যার জেরে তাদের বর দিলেও আবার তারাই অসুরদের নিধনে শক্তি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু অসুর নিধনে বারবার দেখা যাচ্ছে খোদ শিব ব্রহ্মা নারী শক্তির দ্বারস্থ হয়েছেন।

বাংলার প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো। কথিত আছে, এই সময় দেবী দুর্গা অর্থাৎ উমা মা সপরিবারে কৈলাশ থেকে মর্ত্যে আসেন চারদিনের জন্য। এবার সকলে জগৎ জননী মা এর কাছেও তিলোত্তমার ঘটনার বিচার চাইছেন।

শুধু তিলোত্তমা নয়, গোটা ভারত জুড়েই এরকম তিলোত্তমার মতো ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত ।তিলোত্তমার ঘটনার প্রতিবাদে সবাই উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলে মিছিল করলেও ধর্ষন কমেনি।

এই জগতে আদালত রয়েছে। আদালতে বিচার হয়। পুলিশ প্রশাসন সরকার সবই রয়েছে। তারপরও কমেনি নারী ধর্ষন। কিভাবে কমবে নারী ধর্ষন সেটাই আলোচ্য বিষয় অনেকের কাছে। যেহেতু দেবী দুর্গা মা আসছেন। তাই আমরা আধ্যাত্মিক ও পৌরানিক কিছু ঘটনা প্রসঙ্গ টেনে এনে তিলোত্তমা স্মরন করছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, যারা নারী ধর্ষনকারী তারা সকলেই অশুভ শক্তির প্রতীক অসুর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বা নেতিবাচক শক্তি। যেভাবে তিলোত্তমা হত্যা বা ধর্ষন হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলে প্রচার হয়েছে তাতে বলা যায় অপরাধী বা অপরাধীরা পশুর থেকেও ভয়ঙ্কর। একেবারে নৃশংস। আর সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস অত্যাচারী হিসাবে আমরা মহিষাসুর বা রাবনকে চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এইসব অশুভ শক্তির প্রতীক অসুরেরা কিন্তু পরম ঈশ্বরের প্রতীক মহাদেব বা ব্রহ্মার কাছ থেকেই বর বা শক্তি পেয়েছেন। মহাদেব বা ব্রহ্মার বরে বলীয়ান অসুরেরা যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালে চরম অত্যাচার শুরু করে তখন তাদের বিনাশ করতেই কিন্তু আবার সেই মহাদেব, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুকেই পদক্ষেপ নিতে হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সমস্ত দেবতাদের প্রার্থনা ও শক্তি থেকেই কিন্তু জন্ম নেয় মহাশক্তি দেবী দুর্গা।

এই দেবী দুর্গা এমন শক্তি যে অসুর নিধনেই আবার বার বার মহাদেব, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুকে কিন্তু তাঁর দ্বারস্থই হতে হয়েছে। অর্থাৎ নারী শক্তি কতটা তীব্র হতে পারে, এর দ্বারা অনুমান করা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান অনুযায়ী সৃষ্টির প্রথমে পরম ঈশ্বর খোদ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম দুর্গাপুজো করেছিলেন ।আদি বৃন্দাবনের মহারাসমন্ডলে সেই পুজো হয়েছিল। আবার খোদ ব্রহ্মা মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে দ্বিতীয়বার দুর্গা পুজো করেছিলেন। এরপর আসুন ভগবান শিবের কথায়। শিব দুর্গা পুজো করেছিলেন ত্রিপুর নামে এক অসুরকে পরাস্ত করতে। সেই ত্রিপুর নামক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়েন, তখন মহাশক্তি দেবী দুর্গার পুজো করেন খোদ শিব। এরপর দেবরাজ ইন্দ্রও একবার দুর্গা পুজো করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুপে দেবী দুর্গার পুজো হয়ে আসছে।

আবার পুরানের কিছু তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে, মহিষাসুর, রাবন এরা সকলেই কিন্তু সেই পরম ঈশ্বর ব্রহ্মা বা শিবের কাছ থেকে বর পেয়েছিলেন। মহিষাসুরতো প্রথমে নারী শক্তিকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। গভীর জঙ্গলে দিনের পর দিন মহিষাসুর ব্রহ্মার তপস্য করেন। দিনের পর দিন না খেয়েদেয়ে মহিষাসুর ব্রহ্মাকে তুষ্ট করতে তপস্যা করেন। শেষে ব্রহ্মা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি কি চান জানতে চান। মহিষাসুর ত্রিলোক জয় করার তথা অমরত্ব বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন,‘ কেও তোমাকে বধ করতে পারবে না ।তুমি হবে প্রচন্ড শক্তিশালী। তবে একজন নারী তোমাকে বধ করতে পারবে।’

একজন নারী তাকে বধ করতে পারবে, শুনে মহিষাসুর তা তাচ্ছিল্য সহকারে হেসেই উড়িয়ে দেন। মহিষাসুর ভাবেন, তিনি এতো শক্তিশালী, তাঁকে কিনা কোনো নারী পরাস্ত করবে? নারীর আবার সেই শক্তি আছে? !! ভাবতে ভাবতে হেসেই কুটিপাটি। ব্রহ্মার সেই বর পেয়ে মহিষাসুর খুশিই হন। নারী শক্তি তাঁকে বধ করতে পারে তা ভাবতেও পারেননি। এরপর স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্র মহিষাসুর অত্যাচার শুরু করে। চারদিকে হত্যলীলা , অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে। স্বর্গ থেকে সব দেবতাকে তাড়িয়ে দেন মহিষাসুর। এসব চলতে চলতেই মহিষাসুর একবার কৈলাশে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হন ।প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো বংশ পরম্পরা এবং ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। সেই ক্ষমতা হলো নিজের রুপ বদল করা।

ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে গিয়ে মহিষাসুর কি কান্ড করেছিলো, তা বলার আগে বলে রাখা ভালো মহিষাসুরের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে। মহিষাসুরের বাবার নাম ছিল রম্ভাসুর ।আর মহিষাসুরের মা ছিলেন মহিষী। মহিষী হলেও আসলে মহিষাসুরের মা ছিলেন রাজকন্যা। সুন্দরী রাজকন্যা একবার গভীর জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর সেই পথেই যাচ্ছিলেন মহিষাসুরের বাবা রম্ভ। দস্যু রম্ভও ব্রহ্মা ও শিবের কাছে দিনের পর দিন তপস্যা করে বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে এমন পুত্র সন্তান তিনি লাভ করবেন সেই পুত্র সন্তান ত্রিলোকজয়ী অমরত্ব লাভ করবে। আবার মৃত্যুর পর পুর্নজন্ম হয়ে রক্তবীজ হিসাবে তাঁর জন্ম হবে বলেও রম্ভ বর পেয়েছিলেন। সেই রক্তবীজকে বধ করতে দেবী দুর্গাই কিন্তু কালী রুপ ধারন করেছিলেন। কিন্তু এখানে যা বলা দরকার তা হলো, মহিষীর রুপ ধরে সেই রাজকন্যা গভীর জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় রম্ভ তাকে অপহরন করেন। অপহরন করে রম্ভ সেই মহিষীকে ধর্ষন করেন। ধর্ষনের পর সেই মহিষী গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এরপর রম্ভ সেই মহিষীকে বিয়েও করেন। তারা যখন এভাবে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছেন সেই সময় তাদের রতিক্রিয়ার সময় হঠাৎ একদিন এক মহিষ রম্ভের ওপর আক্রমন চালায়। তাতে রম্ভের মৃত্যু ঘটে। রম্ভকে চিতায় দেওয়া হলেও সেই মহিষীও স্বামীর সঙ্গে চিতায় ওঠেন। আর সেই চিতার আগুন জ্বলতেই চিতা থেকে মহিষীর প্রসব ঘটে। সেই প্রসবের সন্তানই হলো মহিষাসুর। অর্ধেক মানুষ , অর্ধেক পশু বা মহিষ। তাই নাম মহিষাসুর। অন্যদিকে চিতায় জ্বলতে জ্বলতেই মহিষীর গর্ভ থেকে দেবতার বরে বলীয়ান রম্ভের আবার জন্ম ঘটে । সেই জন্মই হলো রক্তবীজ। রক্তবীজের বর ছিলো, কেউ তাকে হত্যা করতে এলেই তার রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রক্ত থেকে নতুন রক্তবীজের জন্ম হবে।

মহিষাসুর শৈশব থেকেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে অন্য আত্মীয় অসুরদের কাছে বড় হতে থাকেন। ব্রহ্মার বর অনুযায়ী বড় হতে হতেই তার মধ্যে পশুর মতো শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশুর মতো সব অশুভ ভাব তার মধ্যে জেগে উঠতে থাকে। কিন্তু তার চাই অমরত্ব। সে তখন আবার শিব এবং ব্রহ্মার তপস্য শুরু করে। কঠোর তপস্যা যাকে বলে, না খেয়েদেয়ে দিনরাত শিব আর ব্রহ্মার স্তব। শেষে দুই জনই সন্তুষ্ট হন। এখানে বলে রাখা ভালো, মহিষাসুরের বাবা রম্ভ আগেই শিবের কাছ থেকে তপস্যার জেরে বর পেয়েছিলেন, খোদ ভগবান শিব মহিষাসুর অবতার হিসাবে রম্ভের পুত্র হিসাবে জন্ম নেবেন। কাজেই সেই বর, অন্যদিকে ব্রহ্মার বর মহিষাসুরকে,‘ তুমি প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠবে তিন লোকেই। একজন নারী ছাড়া কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না।’ তাঁর মতো শক্তিশালীকে কোনো নারী হত্যা করতে পারে তা ভাবতেও পারেননি মহিষাসুর।তিনি তা উড়িয়েদেন।

একদিন দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মহিষাসুর কৈলাশ পর্বতে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হন।সেই সময় ঋষি

কাত্যায়ন যজ্ঞ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যজ্ঞের সামগ্রী , বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সব সাজিয়েছেন ঋষি কাত্যায়ন। এমন সময় সুন্দরী নারী মূর্তি ধারন করে মহিষাসুর সেই আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি কাত্যায়নের এক শিষ্যকে নারী রুপ ধরা মহিষাসুর যৌন আবেদনে কাবু করে ফেলেন। সেই শিষ্য যৌন আবেদনের জেরে সেই যজ্ঞ থেকে চূড়ান্ত অমনোযোগী হয়ে পড়লে মহিষাসুর যজ্ঞের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী নিজে খেয়ে ফেলেন আর যজ্ঞের উপাচার নষ্ট করে যজ্ঞ ভন্ডুল করে দেন। নারী মূর্তির বেশ ধরা সেই দুষ্ট যে আসলে মহিষাসুর ,তা ধরে ফেলেন ঋষি কাত্যায়ন। কাত্যায়ন তখন মহিষাসুরকে অভিশাপ দেন,' তুমি নারীর বেশ ধারন করে যেভাবে আমার যজ্ঞ ভন্ডুল করলে তার জেরে তোমাকেও একদিন বধ করবে এক নারী। ' এইভাবে সর্বত্র মহিষাসুরের অত্যাচার চরমে উঠলে দেবতারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দ্বারস্থ হন। সব দেবতা মহিষাসুরের বিরুদ্ধে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে নালিশ জানাতে থাকলে সেখানে শুরু হয় এক মহাদেবীর আকাশবানী। সেই মহাদেবী সেখানে বার্তা দেন, 'তোমরা আমাকে শক্তি দাও। তৈরি করো সেই মহাশক্তি। আমি বধ করবো মহিষাসুরকে। 'তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন তেজ এবং বিভিন্ন দেবতার প্রার্থনা থেকে সেই মহাদেবী দেবী দুর্গার রুপ নিলেন। দেবী দুর্গা হলেন মহাশক্তি। তাঁকে সব দেবতারা নানা অস্ত্র দিয়ে সাজালেন। খোদ ব্রহ্মা বিষ্ণ মহেশ্বরও দিলেন অস্ত্র। হিমালয় দিলেন বাহন হিসাবে সিংহ। এরপর সেই দেবী দুর্গা বিভিন্ন রুপে মহিষাসুরের সঙ্গে দশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। এখানে বলে রাখা ভালো, সেই মহাদেবী ছিলেন ঋষি কাত্যায়ানের কন্যা কাত্যায়নী। দেবী দুর্গার তাই একটি রুপ হলো কাত্যায়নী। কাত্যায়নীর আশ্রমেই সেই দেবী দুর্গার জন্ম বলে কোনো কোনো মহলে কথিত রয়েছে। মহিষাসুরের সঙ্গে ষষ্ঠ দিনে দেবী কাত্যায়নী রুপে যুদ্ধ করেন। দেবীর কাছে পরাজয়ের সময় অর্থাৎ মৃত্যুর আগে দেবীকে মহিষাসুর বলেন, ' আপনার হাতে আমার মৃত্যু হচ্ছে, এতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। বা কোনো ক্ষোভও নেই। আমার একটাই শেষ ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে আমি যাতে পূজিত হতে পারে আমায় সেই আশীর্বাদ দিন ।আর কিছু চাই না আমি।' মহিষাসুর আসলে অমরত্ব চেয়েছিলেন। সেই অমরত্বের বর তিনি দেবী দুর্গার কাছ থেকেও পেলেন। দেবী তাঁকে আর্শীবাদ করে বললেন,' উগ্রচন্ডা, ভদ্রকালী এবং দুর্গা এই তিন মূর্তিতে যখন আমার পূজা হবে তখন আমার পদতলেও তুমিও পূজা পাবে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের কাছে। ' এরপর চরম শান্তিতে চোখ বুজলেন মহিষাসুর। মৃত্যু বা ধ্বংসের শেষ মুহূর্তে তাঁর উপলব্ধি এসেছিল শুভ শক্তির প্রতি। কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার -- এইসব রিপুগুলো যে ধ্বংসের কারণ তা মহিষাসুর বুঝেছিলেন। কিন্তু তখনতো তার সময় ছিল না সংশোধনের। কেননা তাঁর নিয়তির তখন ছিলো শেষ সময়।

কিন্তু বরাহপুরান, বামনপুরান, দেবী ভাগবত পুরান থেকে জানা যাচ্ছে, সহচর অসুরদের কাছ থেকে দেবী দুর্গার রুপের বর্ণনা পেয়ে কামতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন মহিষাসুর। তিনি তখন তাঁর সহচর অসুরদের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে মিলনের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু দেবী দুর্গা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।আর তাঁর কাম প্রস্তাব প্রত্যাখান হওয়ায় প্রচন্ড ক্রোধের জন্ম হয় মহিষাসুরের মনে। অন্যদিকে দেবী দুর্গাও মহিষাসুরের কাছ থেকে কাম প্রস্তাব পেয়ে ক্রোধান্বিত হন। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। শেষে পরাজিত হয় মহিষাসুর। অন্যদিকে কালিকাপুরান থেকে জানা যাচ্ছে, একবার শিব 'ঘোর' নামে এক ভয়াল অসুর সৃষ্টি করেন। সেই ঘোরাসুর দেবী কালীকে কাম প্রস্তাব দিলেন। দেবী কালী তাতে রাজি হলেন না। ক্ষিপ্ত হয়ে দেবী কালী তার বিরাট জিহ্বা বের করে ঘোরাসুরকে গিলে ফেললেন। তখন ভীত সন্ত্রস্ত্র শিব দেবী কালীকে বললেন, ' আমাকে তোমার চরনতলে আশ্রয় দাও। তোমার ওই পাদপদ্ম আমি হৃদয়ে ধারণ করতে চাই। ' কালী তখন তারই স্বামী শিবকে বললেন,' তোমারই অংশজাত মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামের পর আমি আমার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ তার বুকে স্থাপন করবো। এখন এসো আমার চরন তলে ঠাঁই নাও। 'এই বলে কালী শিবের বুকে স্থাপন করলেন তাঁর দক্ষিনচরন। এই দক্ষিনাকালীকেই আমরা শ্যামা মা বলে জানি।

আসলে এসবই ঈশ্বরের লীলা। একজন মহাশক্তিকেই যদি ধরি পরম ঈশ্বর, তিনিই শুভ অশুভ সবকিছু সৃষ্টির মূলে।আবার তিনিই অশুভকে ধ্বংস করে ধরনীতলে শান্তি নিয়ে আসেন।

যেমনভাবে বলা যায়, এক মায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে কোনো কোনো সন্তান খুব দুষ্ট হলে মাকে তাকে শাস্তি দেন বা শাসন করেন। মা তাকে দুষ্টামি বা অসৎ রাস্তা ছেড়ে সৎ রাস্তায় চলার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই।

আর সেই মা বা নারী শক্তিই যে মহাশক্তি, সেই নারী শক্তি যেমন সংহারকারী তেমনি করুনাময়ী তা প্রমানিত হচ্ছে পুরানোর গল্পগুলোতেও।

আবার যদি আমরা রামায়নের দিকে ফিরে তাকাই। সেখানেও সেই নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ থেকে সব সমস্যার সৃষ্টি। যেমন ধরুন রাবনের বোন সূর্পনখা রামকে বিয়ে করতে চাওয়ায় তার নাক কেটে দেওয়া হয়। এর প্রতিহিংসাবশত রাবন সীতাকে অপহরন করেছিলেন। সীতাকে অপহরন করে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখলেও রাবন কিন্তু সীতাকে ধর্ষন করেননি বা জোর করে সীতার ওপর কোনো

অন্যায় অত্যাচার করেননি। সীতাকে রাবন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সীতা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। এরজন্যও কিন্তু রাবন সীতার ওপর পাল্টা অত্যাচার করেননি।সীতাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি রাবন। রাবন কিন্তু ছিলেন আধা ব্রাহ্মন। রাক্ষস বংশে জন্ম হলেও রাবনের মধ্যে অনেক গুন ছিলো। রাবন ছিলেন প্রচন্ড শিব ভক্ত। রাবন ছিলেন বেদ জ্ঞান সম্পন্ন। রাবন ছিলেন জ্যোতিষবিশারদ, তাছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পান্ডিত্য ছিলো তাঁর। রাবনের দশ মাথার কারন তাঁর দশটি মাথা দশটি বিদ্যা বা দশটি জ্ঞানের প্রতীক। আর রাবন শব্দের অর্থ হলো যিনি গর্জন করেন বা অতিরিক্ত চিৎকার করেন। রাবন শিব ভক্ত হলেও একবার শিব যেখানে থাকেন সেই কৈলাশ পাহাড় রাবন একবার একহাত দিয়ে তুলে নিজের লঙ্কা রাজ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। শিব দেখেন, এতো মহাবিপদ। যখন শিব তাঁর বুড়ো আঙুল দিয়ে কৈলাশ পর্বতকে চেপে ধরেন।আর তাতে রাবনের হাত কৈলাশে চাপা পড়লে রাবন চিৎকার শুরু করেন বা তুমুল গর্জন শুরু করেন। সেই থেকে যিনি গর্জন বা চিৎকার করেন তিনিই হলেন রাবন। রাবন এতো শিব ভক্ত ছিলেন যে শিব তাঁকে বিশেষ তলোয়ার উপহার দেন। রাবন প্রতিদিন নিয়ম করে শিবপুজো করতেন। আবার রাবন দেবী দুর্গাকে তুষ্ট করতেও তাঁর সাধনা করতেন। কিন্তু দেবী দুর্গা একবার রাবনকে বলেছিলেন, ' আমার চন্ডী পাঠের মন্ত্র যেন কখনও ভুল না হয়। চন্ডী পাঠের মন্ত্র ভুল হলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে নেই। ' এদিকে রাবন ব্রহ্মার বরও পেয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে কঠোর তপস্যা করে রাবন তুষ্ট করেছিলেন। এরকম রাক্ষস রাজাকে বধ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ওই যে আগেই লিখেছি, পরম ঈশ্বর লীলাময়। তিনি অশুভ শক্তিকে আশীর্বাদ দিলেও তিনিই আবার অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন এই ব্রহ্মান্ডের ভারসাম্য বজায় রাখতে। রাবন বধ করতে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসাবে জন্মগ্রহন করেছিলেন শ্রীরাম। রামের একটিই লক্ষ্য ছিলো , তাঁর সহধর্মিনী সীতাকে রাবনের হাত থেকে উদ্ধার করা।

রাবনের কিছু গুন থাকলেও রাবন ছিলেন প্রচন্ড অহঙ্কারী।আরও কিছু অশুভ শক্তিতো তার মধ্যে ছিলা। রাক্ষস বংশে যেহেতু জন্ম তাই অশুভ রিপু কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারও পুরোমাত্রায় ছিলো রাবনের মধ্যে । কিন্তু প্রবল শক্তিমান রাবনকে রাম কিভাবে বধ করবেন? রামের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন খোদ ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই রামকে পরামর্শ দেন, রাবনকে বধ করার আগে দেবী দুর্গাকে তুষ্ট করতে হবে। দেবী দুর্গার পুজো করতে হবে। মহাশক্তি হলেন দেবী দুর্গা। দেবী দুর্গা তুষ্ট হলেই রাবন বধ হবে। কিন্তু দেবী দুর্গাকে রাম তুষ্ট করবেন কিভাবে? ব্রহ্মা বললেন, 'শরৎ কালে দেবী দুর্গা মর্ত্যে আসেন। সেই সময় দেবীকে তুষ্ট করার জন্য পুজো করতে হবে। ' রাম সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু শরৎ কালে দেবতারা সব ঘুমন্ত থাকেন। তাদেরকে জাগিয়ে দেবী পুজোর আয়োজন বলেই এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া। কিন্তু পুজোর পুরোহিত কে হবেন? পুরোহিত পাওয়া যাচ্ছিল না। এখানেও ঈশ্বরের লীলা। ব্রহ্মাই পরামর্শ দেন, রাবনকে পুজোর পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য। রাম তাই করলেন। পুরোহিত হিসাবে রাবনকে বেছে নেওয়া হলো।রাবন প্রথমে রাজি না হলেও অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে রাজি করানো হয়। এরপর আরও মজা দেখুন। রাবন যখন দেবী দুর্গার পুজোয় বসেছেন, সেই সময় একটু চালাকি করতে হলো বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীরামকে। আসলে রামওতো অন্তর্যামী। তিনিওতো অশুভ শক্তি দমন করতে এবং এই সংসারকে মঙ্গলময় বার্তা দিতেই ঈশ্বরের অবতার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তো রাবন যখন পুজো করছেন তখন হনুমান মাছির বেশ ধরে একটি সংস্কৃত শব্দের একটি অক্ষরের মধ্যে বসে পড়েন। ফলে সেই সংস্কৃত শব্দটি ভুল উচ্চারন করতে হয় রাবনকে। ব্যস, এখানেই গল্প ঘুরে গেলো। দেবী দুর্গা রুষ্ট হলেন। কেননা আগেই দেবী দুর্গা রাবনকে বলে দিয়েছিলেন তাঁর পুজোর সময় মন্ত্র উচ্চারন বা চন্ডী পাঠ যেন কখনো ভুল না হয়। দেবী দুর্গা রাবনের সেই পুজো ছেড়ে সোজা কৈলাশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। রাবন শত চেষ্টা করেও দেবীকে আর কৈলাশ থেকে ফেরাতে পারেননি। যা রামের পক্ষে যায়। তাছাড়া দুর্গা আরাধনার সময় ১০৮টি পদ্ম প্রয়োজন হয়। দেবী দুর্গা রামকে পরীক্ষা নেওয়ার সময় একটি পদ্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবার পুজোর সময় একটি পদ্ম কম পড়লে রাম নিজের চোখ দান করতে উদ্যত হলে দেবী খোদ রামের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন, ' আমি তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি। চোখ দান করতে হবে না। তুমিই জয়ী হবে।' এরপর টানা নদিন রাবনের সঙ্গে যুদ্ধের পর দশম দিনে রাবনকে বধ করেন রাম। সেখানেও বিভীষন না থাকলে রামের পক্ষে জয়লাভ হোত না। কেননা, রাবনকে যতবারই আক্রমন করছিলেন রাম ততবারই আবার নতুন করে রাবনের জন্ম হচ্ছিলো। তখন বিভীষন রামকে পরামর্শ দেন, ' রাবনের নাভিতে আক্রমন করুন। নাভিতেই রয়েছে তাঁর প্রান। ব্রহ্মা রাবনকে এই আশীর্বাদ দিয়েছিলেন যে তোমার প্রান রয়েছে নাভিতে। রাম বিভীষনের পরামর্শ শুনে নাভিতে আক্রমন করলে দশানন পরাস্ত হন।

এবারে আসুন মৃত্যুর আগে রাবন কি কি পরামর্শ দিয়েছেন, অশুভ শক্তির প্রতীক হলেও মহিষাসুরের মতোনই রাবনের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।মৃত্যুর আগে শ্রীরাম লক্ষনকে রাবনের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন।রাবন শেষ ইচ্ছায় কি কি বলেন, তা শোনার জন্য। লক্ষন রাবনের কাছ উপস্থিত হলে রাবন বলেন, ''শুভ কাজে কখনো

দেরি করা উচিত নয়। অশুভ কাজের প্রতি আকর্ষন আমাদের পরিহার করা দরকার।অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। নিজের শক্তি ও বীরত্বের প্রতি অহঙ্কার থাকা উচিত নয়। তবে আমার মতো মৃত্যুই হবে । আমি যতই শক্তিশালী হই না কেন। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। কে আমাদের শত্রু, কে বন্ধু তা বুঝতে হবে। যাদের আমরা শত্রু ভেবে বিচ্ছিন্ন করি, দেখা যায় তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা বুঝতে ভুল করি, কে আসল বন্ধু, কে শত্রু। যে যতই কাছের লোক হোক না কেন, জীবনের গভীর রহস্য কাওকে বলা উচিত নয়। বিভীষন লঙ্কায় থাকাকালীন আমার শুভাকাঙ্খী ছিলেন, সে আমার সব জানতো, কিন্তু সেই পরে রামের কাছে গিয়ে আমার হত্যার কারন হলো। " লক্ষনের কাছে রাবন মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহুর্তে বলেছিলেন, ' অন্য কোনো নারীর প্রতি খারাপ দৃষ্টি রাখা চলবে না। অপরিচিত নারীর প্রতি কুদৃষ্টি রাখলে সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। "প্রসঙ্গত সীতাকে ধর্ষন বা স্পর্শ না করলেও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বা তাকে অপহরন করাটা তারা ঘোর অপরাধ ছিলো বলে রাবন শেষ মুহুর্তে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর কিছু করার ছিলো না। শেষ উপলব্ধি শেষ মুহুর্তে তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তখন তাঁর যে মৃত্যু শিয়রে। আর কিছু করার ছিলো না শেষ সময়ে। রাবন এটাও চেয়েছিলেন রাক্ষস বংশ থেকে উদ্ধার পাওয়া। কিছু দেব ভাব বা দেবগুন তার মধ্যে থাকলেও রাক্ষস বংশে জন্ম হওয়ার জন্য তার মধ্যে রজো ও তমোগুনের প্রাধান্য বারবার দেখা গিয়েছিল। কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার নামক রিপু থেকে রাবনও উদ্ধার চেয়েছিলেন। সেই কারনেই রাবন রামের পুজোয় পৌরহিত্য করেন।

এই লেখার শেষ বার্তা এটাই যে তিলোত্তমা ধর্ষন বা হত্যা থেকে শুরু করে অন্য ধর্ষন বা হত্যা আমাদের কিন্তু ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে। রাবনের ক্রোধ, রাবনের অহঙ্কার, মহিষাসুরেরও ক্রোধ, কাম, ছলনা প্রভৃতি তাদের পতনের কারন। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপু বা অশুভ শক্তিকে আমাদের জয় করতে হবে। তবেই আমরা মানুষ থেকে দেবত্ব শক্তিতে উন্নীত হতে পারবো। আর এরজন্য দিনের পর দিন আমাদের সৎ সঙ্গের মাধ্যমে অনুশীলন করতে হবে অশুভ রিপু দমন করার জন্য। আমাদের মধ্যে থেকে তমো ও রজো ভাব দূর করতেই চাই সাত্বিক ভাব। সত্ত্বগুনের পুরো বিকাশ হলেই অশুভ ভাব জগৎ থেকে বিদায় নেবে। তবেই আমরা পরমাত্মা বা পরম ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো। এখানেই দেবী দুর্গা বা মহাশক্তি বা মাতৃ আরাধনার বিশেষ তাৎপর্য্য।আজ তিলোত্তমার সঙ্গে যারা অপরাধ করেছেন তাদের বিচার জাগতিক আদালতে না হলে পরম ঈশ্বরের আদালতে হবেই হবে, সেটা সময় হলেই মহাশক্তি, মহাকালী তা বিচার করবেন।আমরা বিশ্বাস করি আর না করি। আর একটি কথা হলো কাম শক্তি হলো ভগবানের দেওয়া শক্তি। কাম থেকে সৃষ্টি হয়। সেই সৃষ্টিকে শুভ কাজে অর্থাৎ কামকে অশুভ বা পাশবিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কাম শক্তি সৃজন বা শুভ বা বংশ রক্ষা করার জন্য ব্যবহার হলে তা ভালো।কাম হলো একপ্রকার লালসা। কামনা ও বাসনার এক তীব্র আবেগ হলো কাম। এই কাম বহু প্রকার। যেমন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুঝি যৌন মিলনের জন্য কাম কথাকে। কিন্তু শক্তির জন্য কাম, লক্ষ অর্জনের জন্য কাম, জ্ঞানের জন্যও কাম শব্দ ব্যবহার হয়। জয় মা দুর্গা, জয় মা কালীর জয়।

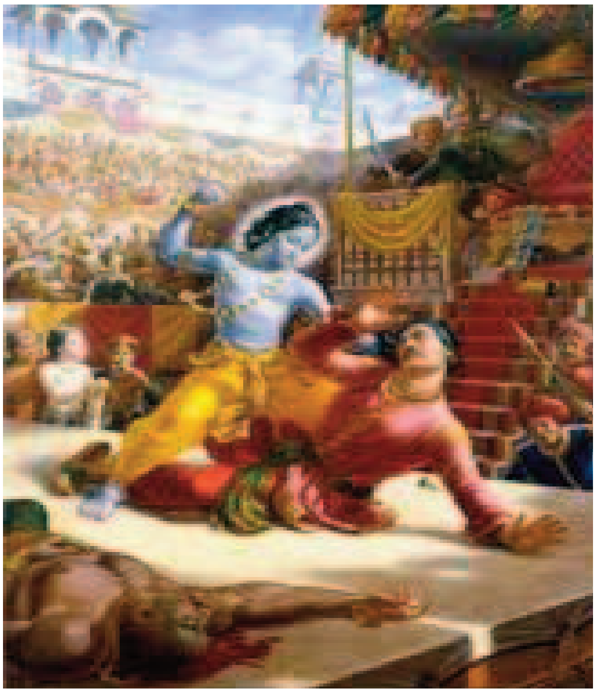

Happy Durga Puja Greetings to all

Radharani Shilpalaya
Artist--Ranjit Paul,Sushanta Paul
Contact for All types of Idol
Statue and Sculptures by
any medium,
Contact no. 8967271854
Subhas Pally, SILIGURI

জাতিভেদ মানা পাপ

‘‘অনোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম।/তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।’’এই ব্রহ্মান্ডে সব থেকে বৃহৎ সত্তা হলেন পরমপুরুষ।বৃহৎ মানে এত বড় যে যাকে মাপা যায় না। তাই বৃহৎ সত্তা একজনই, আর তিনি হলেন পরমপুরুষ।আর কেবল বৃহৎই নয়, তাঁর ভাবনা নিলে অন্যেও বৃহৎ হয়ে যায়। আর পরম পুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। বৃহৎ বানানোর শক্তিও তাঁতে রয়েছে। এই জন্যেই তাঁকে বলা হয় ব্রহ্ম।

‘ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি’

তাঁর ভাবনা নিলে, তাঁকে জানলে-- যে তাঁকে জানতে পারে, সেও ব্রহ্ম হয়ে যায়। তিনি যেমন বৃহতের থেকেও বৃহৎ, আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু বা পরমানুর চেয়েও ক্ষুদ্র।

‘‘আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম। ’’আগেই বলেছি গুহা মানে ‘ আমিত্ব।’ কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবের মধ্যে যে ‘আমিত্ব’(‘ আমি’ ভাব) রয়েছে, সেই আমিত্বের মধ্যে পরমপুরুষ লুকিয়ে আছেন।তোমাদের মধ্যে ‘আমি আছি’ এমনি এক বোধ আছে। ‘আমি আছি’ (I exist) --এটা যে জানে , সেই হল আত্মা।

মন ভাবে যে ‘ আমি আছি ’ (Mind thinks that I exist) । এখন , তোমার মন যে ভাবে ‘ আমি আছি’, এটা জানে তোমার আত্মা। তোমার মধ্যে ‘ আমি আছি ’ বোধ আছে, তুমি তো জান যে তোমার এমনি একটা বোধ আছে। এই যে ‘তুমি’ এটা জান-- এই ‘তুমি ’ হল আত্মা। সমস্ত জীবের আমিত্বের মধ্যে পরমপুরুষ আছেন। গতকাল রাতে এই সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলুম। এখন আমি কেবল এটাই বলছি, পরমপুরুষ সব সময় তোমার সঙ্গে আছেন, কোনো অবস্থাতেই তুমি একেলা নও। কোনো অবস্থাতে তুমি অসহায় নও। কখনও কোনো পরিস্থিতিতেই একথা ভাববে না ‘ আমি একেলা, আমার সঙ্গে কেউ নেই।’ এটা কখনোই ভাববে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন পরিস্থিতিতেই তুমি একেলা নও। কোনো পরিস্থিতিতে কাউকে ভয় করবে না। সব সময়েই পরমপুরুষ তোমার সঙ্গে আছেন। পরমপুরুষের থেকে বৃহৎ ও শক্তিশালী সত্তা কেউই নেই। তিনি যখন তোমার সঙ্গে রয়েছেন, তাহলে তুমিও তো শক্তিশালী। যখন তুমি চিন্তা কর যে কেউ তোমার সঙ্গে নেই, তখন তুমি দুর্বল হয়ে যাও।

যখন এ কথা মনে এসে যাবে. ‘পরমপুরুষ স্বয়ং আমার সঙ্গে আছেন’,তখন তুমি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি, যদি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে , সামর্থ্যে তুমি অন্যের থেকে পিছিয়ে থাক তো, মনে গ্লানি আসতে পারে, মনে এক প্রকার কুণ্ঠা (Complex) আসতে পারে। কিন্তু যখনই তোমার মনে পড়ে যাবে যে পরমপুরুষ তোমার সঙ্গে আছেন, তখন তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিদ্বান, সবচেয়ে বড় ধনী, আর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাই ‘আমি একেলা’ এটা ভাবাই মানুষের মনের সবচেয়ে বড় গ্লানি, সবচেয়ে বড় ব্যাধি। কোন অবস্থাতেই তুমি একেলা নও।

ভারতবর্ষের এটা অভিশাপ যে, অনেক মানুষকে আমরা ছোট ভাবি। আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভুল করে নানান জাত-পাতের সৃষ্টি করেছিলেন। এখন পূর্বপুরুষদের যে ত্রুটি ছিল, পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে ঘাটতি ছিল, আমাদের কর্তব্য সেই ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া-- সেই ঘাটতি পূরণ করা। পূর্ব পুরুষেরা যে পাপ করে গেছেন, আমাদের তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

যদি কারুর মনে বার বার গুণতে গুণতে এই ভাবনা বসে গিয়ে থাকে, ‘‘ আমি নীচু জাতির’,তো, তাকে আমি বলব, এ ধরনের ভাবা একেবারেই অনুচিত, কারণ দুনিয়ার যত জীব, যত মানুষ, সবার একই পিতা -- ‘‘পরমপিতা, পরমপুরুষ ’। এক পিতার সন্তান কখনও উঁচু জাত,নীচু জাত হতে পারে না। তাই জাতিভেদ যারা সৃষ্টি করেছে, তারা সমাজের শত্রু। ‘‘উঁচু জাত- নীচু জাত’’ -- এধরনের কথা ধর্মবিরোধী । কারণ, সে এক পরমপিতাকে মানতে পারছে না। যদি কেউ ভিন্ন ভিন্ন জাত-পাত মানে তাহলে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পিতা থাকতে হবে। এই কারণে বলব, তারা এক পরমপিতার সঙ্গে নেই। তাই যে এক পরমাত্মা--পরমপুরুষ--পরম পিতাকে মানে, সে জাত-পাত মানতে পারে না। তাই আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, জাতিভেদ পাপ, জাত-পাত মানা ধর্মবিরোধী। তোমরা জাত-পাতের বেড়াজাল থেকে দূরে থাক।

Happy Durga Puja Greetings

ACHINTYA DAS

CHHOBI ART SCHOOL

RABINDRANAGAR, SILIGURI

MOBILE:7583934555

স্থানীয় দোকানদারের কাছ থেকে জিনিস কিনুন

শিবেশ ভৌমিক
(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা)

পুজো আসছে। কিন্তু এবার মনটা বিষন্ন। এবার তেমন আনন্দ নেই। একদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। শুধু রাজনীতি আর রাজনীতি। সবাই রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছে। সাধারণ মানুষের কোনো মূল্য নেই। সাধারন মানুষ যেন ঝোল খাওয়া বানর। শুধু গাছের পরিবর্তন ঘটে আমাদের। ইচ্ছাকৃত নয়, বাধ্য হয়ে। অপরদিকে চারদিকে মিছিলের ছড়াছড়ি। মুখ দেখাতে হবে বিভিন্ন মিডিয়াতে। মিডিয়ার সামনে মুখ দেখাতে সবাই তৎপর। রাজনীতির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

আর জি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি সবাই চায়। কিন্তু শাস্তি দেবে কে? ভেবে দেখেছে কেউ? পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কেন্দ্রের সরকার? ঘটনা অবশ্যই দুঃখজনক। আমার মেয়ে হলেও দুঃখে বুক ফেটে যেতো ব্যথায়। ধর্না মঞ্চে ডাক্তার। ডাক্তার ভগবানের সমতুল্য, সন্দেহ নেই। যে কোনো দাবিদাওয়া থাকতেই পারে। কিন্তু একটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ২৯টিরও বেশি জীবন চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় চলে গেলো, সেটাও কাম্য নয়। সেই তরুনী চিকিৎসকের ধর্ষন ও হত্যার যেমন শাস্তি চাই তেমনই বিনা চিকিৎসাতে কারও মৃত্যু হোক এটাও নিশ্চয়ই কেউ চাইবেন না।

সরকারি হাসপাতালে একজন ডাক্তার তৈরি করতে সাধারণ মানুষকে আশি শতাংশ অর্থ খরচ করতে হয়। কেননা সাধারণ মানুষের করের টাকায় মেডিকেল কলেজগুলো চলছে এবং সেখানে ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার তৈরি হওয়ার পর কিছু ডাক্তার সমাজকে প্রচন্ডভাবে শোষন করে। প্রতি পদেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। অনেক প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারকেই আজ মানুষ ঘৃনার চোখে দেখেন। আবার অনেক নমস্য ডাক্তারও আছেন। অনেক ভালো ডাক্তার আছেন যারা অর্থপিপাসু নয়, তারা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রাখেন। সেই সব ডাক্তারকে পা ধরে প্রণাম করে নিজেকে ধন্য করতে ইচ্ছে হয়। আমার ধারণা, রক্ত পিপাসু ডাক্তারদের প্রতি সাধারণ মানুষের আজ বুক জ্বলছে । হয়তো একসময় লাভা বইবে।

যাক এগুলো আমার বিষয় নয়। ক্ষমা চাইছি, কিছু ভুল লিখে থাকলে।

আমি শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের বাসিন্দা। বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আমি। তার সঙ্গে আরও ছয়টি সংস্থার সভাপতি। আনারসের জন্য বিখ্যাত বিধাননগর। এখানকার চা-ও বেশ ভালো। অনেক চা বাগান আছে এখানে। এখন পুজোর মুহুর্তে সাজসাজ রব। কাপড় জুতো সাজগোজের দোকান সবখানেই এখন ব্যস্ততা। এবারে আনারস ও চা এর দাম ভালোই হয়েছে। সাধারন মানুষের আর্থিক অবস্থাও ভালো। বাজারও বেশ জমে উঠছে। কিন্তু নজর কাড়ছে অনলাইনের ব্যবসা। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ব্যবসা নিঃশব্দে করে যাচ্ছে অনলাইন। যেহেতু মাঝখানে

মধ্যস্থতাকারী নেই, তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্য কিছুটা কম। অবশ্যই সমস্যা কম নেই। সাধারণ মানুষেরও বোঝা উচিত, চাঁদা ,বাকি বা অন্য যে কোনো সমস্যা হলে স্থানীয় দোকানদারকে কাছে পাবেন। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ, স্থানীয় দোকানদারের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনুন। জিনিস কিনে সমস্যা হলে স্থানীয় দোকানদারকে সবসময় কাছে পাবেন। অনলাইনে তা হয় না।

এই পুজোর মধ্যে অনেকের আনন্দ নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বা দোকান নিয়ে এই সময় দিনরাত পড়ে থাকেন। সেইসব ব্যবসায়ীরা তাদের পরিবারের সঙ্গে ঠিকমতো সময় দিতে পারেন না। পুজোর মধ্যে বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা থাকে। তাদের প্রতিমা দর্শন আর হয়ে ওঠে না। আমাদের পরিবারের সকলে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। আরও আছেন এই দলে। ঢাকি, ইলেকট্রিসিয়ান, পুরোহিত, ডেকোরেটর,পুজো কমিটির কর্মকর্তারা। তারা সেভাবে পরিবার নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন না। তাদের সকলকে সব আনন্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিসর্জন দিতে হয়।

আমরা দেখেছি করোনার চোখ রাঙানি। এখন দেখছি রাজনীতির ডামাডোল। আমরা ব্যবসায়ীরা হলাম বলির পাঁঠা। যে যা বলবে আমাদের হজম করতে হয়। যাই হোক, প্রতিবছরের মতো এবারও পুজো আসছে। পুজোর কটা দিন সবার ভালো কাটুক। জাত পাত, ধর্ম বিচার না করে চলুন আমরা সকলে মেতে উঠি উৎসবে। হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান জৈন বৌদ্ধ সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন। রাজনীতি না টেনে সবাইকে বলতেই পারি, ধর্ম যার যার ,সব সবার। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা ভারতবাসী সুস্থ থাকুক এই কামনা করি।

অর্ধনারীশ্বর কথা

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

ধর্মের গোড়ার কথাই হলো--মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্যদেব ভব, অতিথিদেব ভব। ধর্ম পথের লক্ষ্য যে দেবতা, তার প্রত্যক্ষ বিগ্রহ হলেন পিতা, মাতা, আচার্য, অতিথি। নিজের পিতা, মাতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা, ভক্তি, শ্রদ্ধা করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।হরগৌরীর কথা আচার্য শঙ্কর ' হরগৌর্যাষ্টকে' লিখেছেন 'চাম্পেয়গৌরর্ধশরীরকায়ৈ করপূরগৌরার্ধশরীরকায় ধম্মিলবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়ৈ।।' অর্থাৎ , 'যাহার অর্ধ শরীর চম্পকের ন্যায় স্বর্ণাভ এবং অর্ধ শরীর কর্পূরের ন্যায় শুভ্র, যিনি কবরীধারিণী , অথচ জটাধর, সেই শিবকে নমস্কার।' আদিপুরুষ এবং আদি নারীর মিলিত এই বিগ্রহ সকল প্রাণেই জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল সৃষ্টি করে। অর্ধনারীশ্বরতত্ব অতি প্রাচীন। জগতের আদি জনক-জননী মাতা পার্বতী ও পরমেশ্বর।পিতা-মাতা অভিন্ন।যুগল রুপেই তাদের অধিষ্ঠান। চির সংপৃক্ত, চির সম্বন্ধ যুক্ত। জগতের আদি পিতা-মাতা সকলের পূজনীয়।ঠিক তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, অধ্যাত্ম জগতের সাক্ষাৎ দেবতা হলো পিতা-মাতা। তাই পিতা-মাতার স্থান সর্বোচ্চে। আমরা শাস্ত্রের কথায় জানি --শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তবেই জগত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। যদি শক্তি যুক্ত না হন তবে তিনি শব অর্থাৎ চলতেও সমর্থ নন। মহাকবি গোবিন্দ দাসের পদাবলী থেকে পাই-- হেম হিমগিরি দুঁহু তনুছিরি/আধ নর আধ নারী/আধ উজর আধ কাজর/তিলই লোচনধারী। /দেখ দেখ দুঁহু মিলিত একগাত/ভক্ত(নন্দিত)ভুবন বন্দিত /ভুবন মাতরি--তাত /আধ ফণিময় আধ মণিময়/হৃদয়ে উজোর হার। /আধ বাঘাম্বর আধ পটাম্বর/পিন্ধন দুর উজিয়ার।/না দেব কামিনী(না) দেব কামুক/কেবল প্রেম-প্রকাশ/গৌরীশঙ্কর-চরণকিঙ্কর/কহই গোবিন্দদাস।

পূর্ণ যোগেশ্বর শ্রী অরবিন্দের মাতৃ সাধনা

সুশ্বেতা বোস, শিলিগুড়ি

পূর্ণ যোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দের মাতৃ সাধনাই ছিল তাঁর পূর্ণ যোগের বা দিব্য সাধনার প্রথম ও প্রধান কর্মপথ। তাই বোধহয় দেশ মাতৃকা স্বয়ং তাঁর স্বাধীনতা দিবসের বহু বৎসর পূর্বেই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাঁর একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন নির্বাচন করেছিলেন ১৫ই আগস্ট ১৮৭২ সালে। যিনি সমাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে। তাঁর জীবনের মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তিনি লন্ডনের মাটিতে বসে নিজের গর্ভধারিনীর একান্ত ভালোবাসাকে হতাশার সাথে খুঁজতেন। এরপর বড়ো হয়ে বিদেশের মাটিতে বসেই তিনি চিনতে শুরু করেছিলেন দেশমাতৃকা ভারতবর্ষকে এবং পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মহামন্ত্রটিকে। এরপর দেশ মায়ের টানেই তিনি ফিরেছিলেন ভারতের মাটিতে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। ক্রমশ ভারত মাতার প্রেমে এবং নিবেদিতার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইটির মাধ্যমে ত্যাগের পথে চলতে শুরু করেন। গুজরাটের বরোদার মাটিতে থাকাকালেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পুস্তকের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে যুব সংগ্রামীদের জন্য পাহাড় চূড়ায় একটি গোপন মাতৃমন্দির ভবানী মন্দির নামে প্রতিষ্ঠাতেও প্রবল উৎসাহী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যদিও তা আর গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি কিন্তু এরপর কলকাতা আসবার পর তিনি দক্ষিনেশ্বরের মা কালীর মন্দিরে যাতায়াত শুরু করেন এবং মায়ের মন্দিরের মাটি এনে নিজের ঘরেও রেখেছিলেন। যে মাটিকে আলিপুর বোমা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় ইংরেজরা বোমার মশলা বলে ভুল করেছিল। তিনি বরোদায় থাকাকালীন বাংলায় বহু মাতৃ সাধনার কবিতা ও নিবন্ধ রচনা করেন। তারপর আলিপুর জেলে থাকার সময়ে তিনি একনিষ্ঠতার সঙ্গে গীতা পাঠ শুরু করেন এবং পরম করুনাময় ঈশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের একনিষ্ঠ সাধক হয়ে ওঠেন ঠিকই কিন্তু ধীরে ধীরে পুনরায় দেশ মাতৃকার হাত ধরে সে সাধনার পথ মিলেমিশে

গিয়েছিল মাতৃসাধনার তীব্রতায়। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ নম্বর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন," এই জড় জগতে অবিনাশী ও বিনাশী দুই পুরুষ হতেও অত্যন্ত ভিন্ন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব আছে। যে শক্তি নিত্য, সত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত চিন্তার এক অলক্ষ্য প্রকাশ যে শক্তি সকল জড় ও অজড়কে ধারন ও পালন করে থাকেন। তিনিই ত্রিলোকের সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্রী। তিনিই অবিনাশী পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের প্রধান কর্মশক্তি। যে সর্বভূতের অন্তরের অন্তঃস্থলের একমাত্র দিব্যচেতনাময়ী মহামায়া প্রকৃতিশক্তি। সেই শক্তিকেই শ্রীঅরবিন্দ ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিলেন। এবং এরপরই তিনি যুব সংগ্রামীদের বিপুল শক্তিমান করবার জন্য তাঁর ৬৫ লাইনের বিশাল বাংলা ভাষায় কালজয়ী "দুর্গাস্তোত্র" রচনা করেন। যে স্তোত্র বিপ্লবীদের দেশপ্রেমে প্রবলভাবে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হতো। শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মন্দির হচ্ছে মানবদেহ, যা ঈশ্বর প্রদত্ত এবং এই দেহের এক একটি কোষ এক একটি শিক্ষাগুরু। আর তিনি মনে করতেন এই চেতনা শক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে নিজের দেহের প্রতিটি কোষের যত্ন নেওয়া অতি আবশ্যক। এই যোগ সাধনার পথে প্রবেশের শুরু থেকেই যদি সংযত আহার, সংযত পোশাক, সংযত বাক্য, সংযত নিদ্রা ইত্যাদি প্রধান কর্মগুলিতে সংযম আনা যায় তাহলে নিজ দেহের প্রতিটি কোষের মাঝেই ঈশ্বরের প্রবল শক্তি অর্থাৎ মাতৃ শক্তির উপস্থিতিকে অতি আয়াসে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। গীতার অভ্যাসযোগের অংশ বিশেষ এই যোগ আপাতদৃষ্টিতে খুব কঠিন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে খুবই সোজা, যা রাজযোগ নামে অভিহিত। আর সেই যোগেই গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির সাথে শরীরী যোগেও মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি, কারণ ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ, বাতাস, জল, আগুন, মাটি) এই পঞ্চতত্ব যেমন সূর্যের প্রখর রশ্মির

মাঝে লুকিয়ে, ঠিক তেমনি লুকিয়ে প্রতিটি জীবের শরীর কোষেও। আর নিজের শরীরের সমস্ত সত্তা দিয়ে সেই অলৌকিক মাতৃ শক্তিকে উপলব্ধি করাটাই শ্রীঅরবিন্দের জীবনের আসল পূজা হয়ে উঠেছিল। এ পূজার ফলে নিজের দেহের প্রতিটি কোষের মাঝেই তিনি ঈশ্বরের প্রবল শক্তির উপস্থিতিকে অতি আয়াসে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেন, এ জ্ঞান লাভে শরীরে পজিটিভ এনার্জি বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের শরীরকে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত ও সুস্থ করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের একমাত্র লক্ষ্য হলো মানসিক চেতনা শক্তিকে শরীর, মন, ধন সব কিছুর দিয়েও অতি মানসিক এক দিব্যচেতনায় রুপান্তরিত করা। নতুন কোন ধর্ম বা ধর্ম সমন্বয় স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমীরা আলফাসা অর্থাৎ শ্রী মায়ের হাত ধরেই এই নতুন যোগ সাধনার স্রোতধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর পীঠস্থান অর্থাৎ পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম থেকে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম 'পূর্ণযোগ'। শ্রী মা ও শ্রী অরবিন্দ দুজনেই প্রমান করে দেখিয়েছেন যে, জীবনের কোন কিছুকে ত্যাগ না করে প্রতিদিনের প্রতি মুহুর্তের প্রতিটি কর্মকে ঈশ্বরে নিবেদন করে গেলে মন সংযত হয়, মনে আনন্দের উদ্ভব হয় এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে সফলতা আসে ও এক চরমতম শান্তিতে মন একিভূত হয়। এটাই মহান যোগী ঋষি শ্রীঅরবিন্দের যোগের একমাত্র লক্ষ্য বা শিক্ষা। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রী মায়ের মতে, ''জীবনের কোনো কিছুকেই জোর করে ত্যাগ করা মানে রিপুকে অত্যচার বা নিগ্রহ করা। এটি মিথ্যাচার, এতে লোক ঠকানো হয় মাত্র।"বরং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সৃষ্ট '' এসেন্স অফ গীতাতে" বুঝিয়েছেন যে একমাত্র গভীর ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে ও গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার ভেতর দিয়ে নিজের সকল রিপুকে কীভাবে উর্ধ্বগামী করতে হয় এবং নিম্ন চিন্তাধারা থেকে কীভাবে বেরোতে হয় আর তার মাধ্যমে কীভাবে নিজের রিপু সকল সংযত হয়ে আপনি তারা ত্যাগের পথে ধাবিত হয়। শ্রী মা বলেছেন , জীবনে শুদ্ধ কর্মসূচি পালন করে চলবার সাথে সাথে ভীষনভাবে নীরব থাকতেও। বাহ্যিক নীরবতা যত বাড়বে অন্তরের নীরবতাও তত মজবুত ও গভীর হবে আর অন্তরের নীরবতা যত বাড়বে ধ্যানেও মন বসবে তত শক্ত ভাবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, বাহ্যিক কর্মের চাইতে অন্তর্মুখী কর্মই যার একমাত্র কর্ম তিনিই এই দুঃখের পৃথিবীতেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, দিব্য কর্মে লীন হতে পারলে সেই শুভ কর্মের মাধ্যমেই জীবনের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং অন্তিমে মোক্ষ বা মুক্তি বা প্রকৃত নির্বানের জগত অর্থাৎ মনের মাঝে শূন্যতার অনুভূতিতে চরম তৃপ্তি লাভও সম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দের এই পূর্ণ যোগের মাধ্যমে অতি মানস রুপান্তর আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও চেষ্টা করলে যে অমৃত সুধাও লাভ হয় তার জাজ্বল্য প্রমান শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মা নিজেরা। তাঁদের চরমতম সাধনার আস্পৃহাকে সফল করতে পরম পুরুষোত্তমের এক অদৃশ্য অলৌকিক মাতৃশক্তি স্বয়ং তাঁদের জীবন তরীর হাল ধরে নিয়ে তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অতীতের বেদ পুরী তথা ঋষি অগস্তের তপস্যা ভূমিতে। সেই তপোবনের বেদ যজ্ঞশালাই কালে কালে রুপান্তরিত হয়েছে শ্রী মা ও শ্রী অরবিন্দের যোগের মহান পীঠস্থান শ্রীপন্ডিচেরী আশ্রম নাম নিয়ে। এ আশ্রমেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মা দেখিয়ে গিয়েছেন যে মানুষ ইচ্ছে করলে শত বাধার মধ্যে থেকেও নিজেই নিজেকে চরম দৈবগুণে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। কেবল এরজন্য চাই প্রবল আন্তরিক আস্পৃহা ও আকাঙ্খার। আর তার সাথে চাই প্রবলভাবে অহংকে ও আমিত্বকে ত্যাগ করা। এইভাবে মনকে সম্পূর্নরুপে ঈশ্বরমুখী করতে পারলে এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি কর্ম এবং অন্তরের প্রতিটি কামনাবাসনা যদি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে নিবেদন করে করা যায় তবে মন ঈশ্বরের প্রতি আপনি ধাবিত হয় এবং মনের মধ্যে বৈরাগ্য ও প্রকৃত ত্যাগের উদ্ভব হয়। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস ছিল যে, ''অলৌকিক যে মহামায়া শক্তির প্রভাবে আমরা জড় থেকে মনুষ্য জীবন লাভ করেছি সেই অলৌকিক মহামায়া শক্তির প্রভাবেই আমরা অবশ্য পৌঁছে যেতে পারব দিব্য চেতনার জগতে। শুধু প্রয়োজন প্রবল আকাঙ্খার।আর এই কল কুন্ডলিনী যোগ সাধনার পীঠস্থানের মধ্যমনি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে পন্ডিচেরীর আশ্রম কালে কালে মাতৃ শক্তির প্রভাবেই হয়ে উঠেছিল প্রচন্ড শক্তিশালী ও কঠোর সংগ্রামময় বিপ্লবীদের এক অদ্ভূত যোগ সমন্বয়ের শক্তিপীঠ। (সংক্ষিপ্ত)

সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি ,
শিলিগুড়ি শাখা --শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

প্রথমেই সকলকে শুভ শারদীয়া। একটা অস্থিরতা চলছে সর্বত্র। মায়ের আগমনের এই সময় বলবো, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক। হিংসা, নারী নির্যাতন বন্ধ হোক সর্বত্র।

গত আগস্ট মাস ছিলো এক পুণ্য পবিত্র মাস। ভারতীয়দের কাছে সেই আগস্ট মাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারন আগস্ট মাসেই ভারত স্বাধীন হয়েছিল আজ থেকে ৭৭ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। হাজার হাজার বিপ্লবী, মুক্তিকামী মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা বলিদানের ফল হলো আমাদের স্বাধীনতা। আবার ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহন করেছিলেন ঋষি অরিবিন্দ (১৮৭২), ও বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টচার্য(১৯২৬)। এই আগস্ট মাসেই শুরু হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)। আবার এই আগস্ট মাসেই হয়ে থাকে জন্মাষ্টমী ও রাখিবন্ধন উৎসব। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী শহিদ ও বিশিষ্টজনদের এবং সেই সব কবি লেখকদের যাদের রচিত গান কবিতা উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের।

দুঃখের বিষয় এবারের আগস্ট মাসে বেশ অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে বহু লড়াই ত্যাগ সেই সঙ্গে ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় ৫৩ বছর আগে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ আজ ভীষনভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৭৫ সালের ওই আগস্ট মাসেই বাংলাদেশের জাতির পিতা খুন হয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি থেকে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির তরফে। সেখানে থাকাকালীন ঢাকা চট্টগ্রাম নড়াইল ইত্যাদি জায়গায় আমরা যা সম্মান পেয়েছি বইমেলা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানে সে ভোলার নয়। মুসিলম হলেও সেখানকার সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে। আমাদের একান্ত প্রার্থনা বাংলাদেশ ফিসে আসুক আগের জায়গায়, বিরাজ করুক শান্তি সম্প্রীতি।

আমাদের সমিতির বাংলাদেশ শাখা উন্মোচিত হয়েছে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে আমার হাত ধরে। গত গত ৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দ্ধলকাতার আলিপুর জেল যা ২০১৯ থেকে মিউজিয়াম হয়েছে সেখানে গিয়ে মন ভরে গেলো। বিপ্লবী শহিদ বিশিষ্টজনদের ত্যাগ তিতিক্ষার ছবি ফুটে উঠেছে যা মনকে ভীষন আনন্দ দেয় সেই সঙ্গে মনটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায় সেই সব মহান বিপ্লবী শহিদদের স্মৃতি গাঁথা ইতিহাস দেখে। পুজো কাটান সকলে ভালোভাবে। আর মাতৃ পুজো মানে নারী শক্তিকে শ্রদ্ধা জানানো। দেবী দুর্গার পুজো মানে নারী শক্তিকে এগিয়ে দেওয়া। নারী শক্তিকে অবমাননা করে আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। সকলের প্রতি রইলো শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

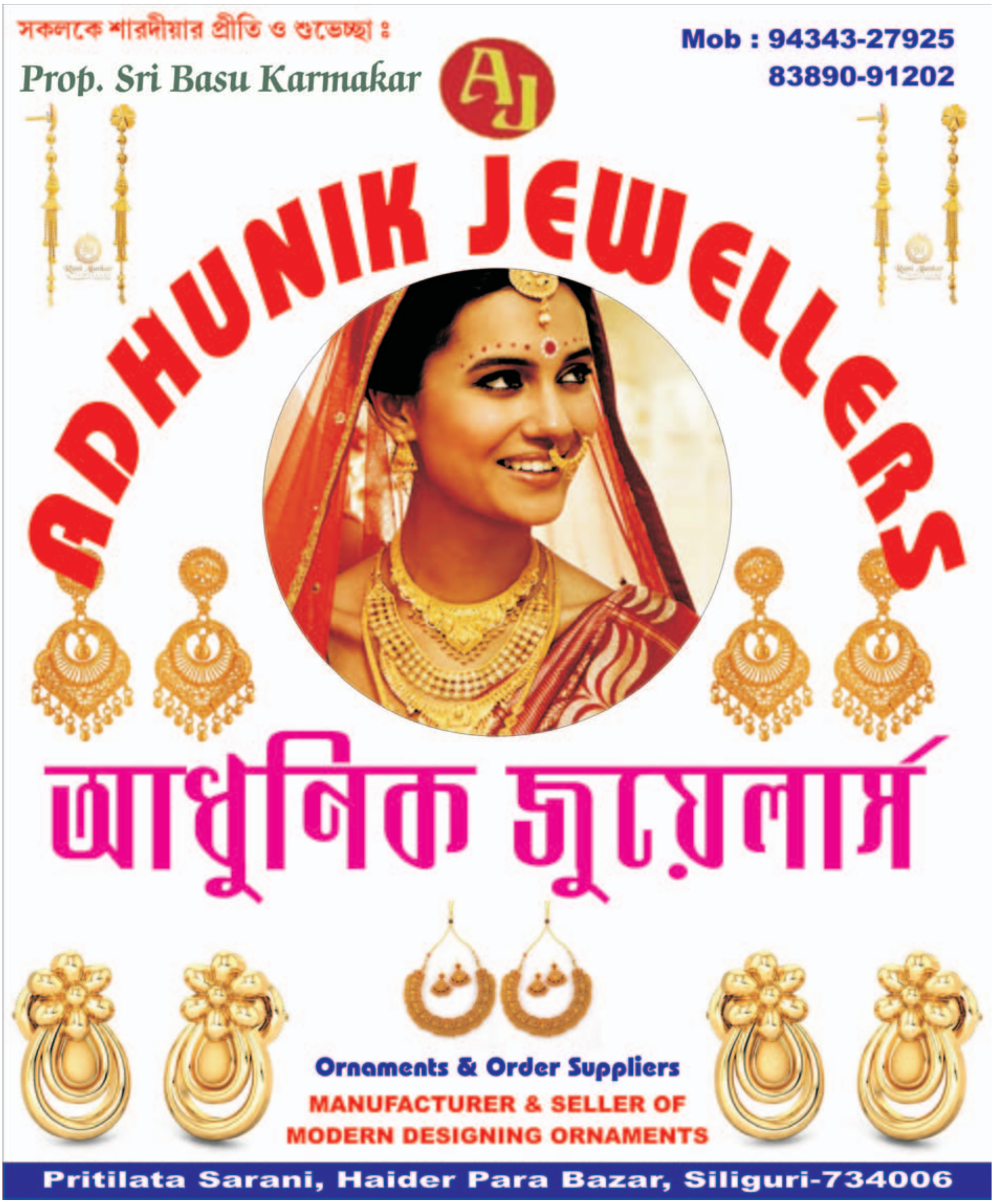

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
Prop. Sri Basu Karmakar
AJ
Mob : 94343-27925
83890-91202
ADHUNIK JEWELLERS
আধুনিক জুয়েলার্স
Ornaments & Order Suppliers
MANUFACTURER & SELLER OF
MODERN DESIGNING ORNAMENTS
Pritilata Sarani, Haider Para Bazar, Siliguri-734006

With Best Compliments From :

Gopal Paul

CELL : 98320-52694
98320-48871

Shyamali Mistanna Bhandar

শ্যামলী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

All Kinds of Sweets & Dohi available here

WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE

Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--১৮)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হঁয়ে হ্যাঁয়।’ মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হোয় যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্মরুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ’ কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

বাবাকে অনুরোধ করলেন জপের মালাটি দেবার জন্য। পাশে দাঁড়ান ডাক্তার দাদু খুব কষ্ট করে বললেন, ভগিনী। মা উনাকে দুহাত জোড় করে প্রনাম জানালেন দাদা এবার বিদায় দিন সময় হয়ে গেছে। গোধূলী বেলা সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে যাওয়ার পূর্বে পৃথ্বীকে শেষ আলোয় আলোকিত করে যাচ্ছে। মা জপ করতে করতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন চোখ দুটি খোলা -- দেখলে মনে হবে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মায়ের জপের মালা কোলে হেলে পড়লো। ডাক্তার দাদু বললেন, ভগিনী দিদি চলে গেলেন। সোনা দাদুকে সব জানানো হল। উনি নির্দেশ দিলেন মরদেহ ভাগলপুরে নিয়ে আসতে। সেইমতো ফিরে যাওয়া হলো ।পরের দিন সব অনুষ্ঠান শেষে যখন চিতাগ্নি নিভে গেল-- তখনও গোধূলী বেলা। সুফী, আমার জীবনে এই গোধূলীবেলা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং খুবই বেদনাদায়ক। তবে আমি এবার ডিটারমাইন্ড যে যদি আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু করার বিষয় হয় দ্যান আই উইল অ্যাভয়েড দিস গোধূলীবেলা। মা চলে যাওয়ার পর আমার জীবনের সমস্ত রঙ হারিয়ে গেল-- মুছে গেল। সেইসময় অনু ওর সমস্ত সত্বা দিয়ে আমাকে ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। এখন ভাবলে অবাক হই অনুর আমার প্রতি এত ভালোবাসা আমি কেন বুঝিনি। উত্তর একটাই তখন বুনানী আমার হৃদয় জুড়ে ছিল ।অনু আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো প্রবেশ করার কথা ভাবেনি। দেখ সুফী তোরও তো মা চলে গেছে এবং আজ তুই যা সবটাই তোর মায়ের অবদান। এটা দুশো ভাগ সত্যি।

মা,তিলোত্তমার অপরাধীদের চরম সাজা দাও

বাপি ঘোষ
(সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

কাশ ফুলের দেখা মিলেছে--
শিউলির সুবাস বাতাসে ছড়িয়েছে ,
সোনা রোদ্দুরে পেঁজা তুলোর মেঘ জানান
দিচ্ছে --
শারদীয়া আবারও এসেছে,
কিন্তু মনটা যে ভালো নেই,
এবার মনটা যে ভালো নেই--
মন ভালো নেই,কারণ--
মা এর প্রতিনিধি সেই তিলোত্তমা আর নেই,
তিলোত্তমার মা বাবার চোখে জল,
চারদিকে ভেসে আসছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস,
দেবীর আগমনে এবার প্রত্যাশা--
মা, তোমার ‘দ’ সত্যিকারের দৈত্য বিনাশ করুক,
মা,তোমার ‘দ’এর পিঠে উ-কার সব বিঘ্ন নাশ করুক,
মাগো, তোমার গ এর মাথার ‘রেফ’ সব রোগ ধ্বংস করুক,
মা, তোমার ‘গ’ আমাদের সব পাপ নাশ করুক,
মা, তোমার গ এর পিঠে আকার সব শত্রু বিনাশ করুক,
শারদীয়ার এই শুভক্ষনে--
মা, তুমি সব দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর
হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মা।
মা,তুমি তিলোত্তমার অপরাধীদের চরম
সাজা দাও।
মা, তোমার ত্রিশূল এবার দিকে দিকে নারী
নির্যাতন বন্ধের ঘন্টা বাজিয়ে দিক
সকলকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় খবরের ঘন্টা।

ভরসা

রিয়া মুখার্জী (শিলিগুড়ি)

বাঙালি মানে দুর্গা পুজোর হরেকরকম বাহার,
বাঙালির পুজো মানেই হরেকরকম আহার,
মা দুর্গা এলো বলে সাজো সাজো রব,
শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে সব,
ঢাকের কাঠি পড়তেই কাশ বাগানে উঠলো দোল,
সুখের মাঝে দুঃখের এইবার পড়লো রোল,
চারিদিকে হাহাকার এইবার মুক্তি চাই,
অন্যায় আর অবিচারের মা করো এবার সাফাই,
মা তুমি এবার ভরসা সবার দুষ্টকে করো দমন,
তোমার আশীর্বাদে পৃথিবীতে চারিদিকে হোক মঙ্গল,
তোমার কৃপালাভ করে সার্থক হোক জীবন,
সদাই সৎ বুদ্ধি থাকুক এই প্রার্থনা করে যাই,
সঠিক পথে চলে জীবনে সদাই বাঁচতে চাই,
কভু ভুল হলে মা দেখিও তুমি পথ,
অভয় প্রদান করে করো মা সকলের চিন্তাধারা সৎ।

Happy Durga Puja Greetings
CHANDAN DAS
MOBILE:9749696764
ART
(DRAWING SCHOOL)
RABINDRA NAGAR ,SILIGURI

BRANCH :
ASROM PARA,CHAMPASARI
HAIDERPARA,NORESH MORE
SHIVRAMPALLY, SILIGURI

মা আসছে

কলমে বাপি ঘোষ

(সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

মা আসছে, মা!
মহিষাসুরমর্দিনী মা
দশভুজা মা,
অসুরদলনী মা।
মা, তুমিতো জগৎজননী মা--
তুমিতো করুনাময়ী মা,
তুমিতো পরমাপ্রকৃতি মা,
তুমিতো বহু অস্ত্র ধারিনী মা,
স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে অবস্থানকারী মা--
কিন্তু মা, আমিওতো তোমার সন্তান,
আমিতো স্টেথো হাতে অসুস্থ মানুষের সেবায় ব্রতী
হয়েছিলাম মা,
মা, তুমি পারলে আমায় বাঁচাতে?!!
আমায় ছিন্নভিন্ন করে দেহটাকে ছাড়তে বাধ্য
করলো . মা!
মা, আমিতো আর্ত চিৎকার করেছিলাম--
কিন্তু নারী মাংসলোভী হিংস্র পশুর হৃদয়ে আমার
চোখের জল পৌঁছায় নি,
মা, আমিতো অসুস্থ মানুষ বাঁচানোর মহৎ পেশায় নেমেছিলাম,
মা, এই কি তোমার বিচার?!!
এতো অল্প বয়সে আমাকে মায়ার দেহটাকে ছাড়তে
হলো,
আমার জাগতিক মা কাঁদছে,
আমার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনেরা সব কাঁদছে আজ মা,
মা, তুমিতো প্রতি বছর এই মর্ত্যে আসো কৈলাশ থেকে,
কিন্তু মানুষগুলোর মানহুঁশতো হয় না,
মানুষগুলো দু-হাত তুলে তোমায় ফুল, বেলপাতা দেয়--
অঞ্জলি দিয়ে কামনাবাসনার সব প্রার্থনা করে,
পশু প্রবৃত্তি থেকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার প্রার্থনা
কতজন করে মা?!
মা, তোমার পুজো হবে
আর দিনের পর দিন তোমার কন্যা সন্তানেরা এভাবে
নির্যাতিত হয়ে পৃথিবী ছাড়বে?
তোমার কন্য ভ্রুনেরা জন্মানোর আগেই ধ্বংস হবে?
মা, তোমার ভারসাম্য এভাবে ধ্বংস হবে?!!
মা, এ তোমার কিসের পুজো?!!
মা, তুমি সব সাজানো অস্ত্র হাতে মাটির প্রতিমা হয়ে
আসবে আর তোমার নিরঞ্জন হবে,
এ কিসের পুতুল খেলা মা?!
মা, আমি আজ দেহতে নেই,
আর জি কর থেকে বেরিয়ে আজ আমি বাংলা ছাড়িয়ে
গোটা দেশের আকাশে বাতাসে--
মা, দেশের স্বাধীনতা দিবসতো পালিত হচ্ছে,
মা, আমার আত্মার সদগতি করে আবারও আমায় দেহ ধারন করালে,
মা-- আমি ক্যারাটে শিখতে চাই,
মা, আবারও আমার পুর্নজন্ম হলে আমি হতে চাই
ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ এর মতো, কিংবা আমি হতে
চাই মাতঙ্গিনী হাজরা বা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কিংবা
সরোজিনী নাইডু--
মা, আবারও পুর্নজন্ম হলে আমি সেই লড়াকু বীর
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো হতে চাই--
মা, আবারও পুর্নজন্ম হলে তোমার মতো অসুরদলনী
প্রতিবাদী এক নারী হতে চাই!
হে মা, হে জগৎ জননী মা--
আমায় সেই যুদ্ধ করার শক্তি দাও,
অত্যাচারী অসুর পুরুষেরা আবারও আমার বুকে
ঝাঁপিয়ে পড়তে এলেই আমার লৌহ সম হাত পা যেন
তাদের নপুংসক-ক্লীবে পরিনত করতে পারে, মা!!
মা, আমার আত্মা আজ আকাশ বাতাসে ঘুরছে,
আবারও তুমি আমায় জন্ম দিও--
এসব ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে,
মা, তুমি বারবার আসো,
বন্ধ করো এই ধর্ষন নামক মারনব্যাধি!!

এলো শরৎ

কলমে তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

শরৎ মানে গন্ধ পুজোর
চারিদিকে কাশের দোল,
শরৎ মানে ঢাং কুড়া-কুড়,
উঠলো ঢাকের বোল।
শরৎ মানে সুনীল আকাশ,
সাদা মেঘের ভেলা,
শরৎ মানে সাজ-সাজ রব,
নানান ফুলের মেলা।
শরৎকালে আনন্দেতে,
নেচে ওঠে মন,
শরৎ মানে ফুলের সুবাস দেবীর আবাহন।
শরৎ মানে দোকানে-বাজারে রঙিন পোশাক,
লাল-হলুদ আর কালো
শরৎ মানে বসুন্ধরার চাদর আলোয়
আলো ।
শরৎ মানে নানা রঙের
পদ্ম ফুলের ছোঁয়া,
শরৎ মানে মায়ের হাতের,
মুড়কি, নাড়ু, মোয়া।
শরৎ মানে দুর্গাপূজা,
শিউলি ফুলের মেলা,
শরৎ মানে প্যান্ডেলেতে,
অনেক গল্প বলা।
শরৎ মানে ময়রা পাড়ায়
নতুন নতুন মিস্টি,
দুধ-ছানার রসে গড়া,
কি অপরুপ সৃষ্টি।
শরৎ মানে নতুন জামা,
ফুল ছাপ-ছাপ ফ্রক,
শরৎ মানে হালকা শীতে,
দিদার হাতের টক।
শরৎ মানে পুজোর ছুটি,
ঠাকুর দেখা রোজ,
দুর্গা পুজোর চারটে দিনই
নতুন-নতুন ভোজ।
শেষের দিনে সিঁদুর খেলে
মা গেলেন শিবের ঘর,
পুজো এল বলবো মোরা
আবার বছর পর।

নানান মিস্টির সম্ভার নিয়ে পুজো প্রস্তুতিতে এই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজো উৎসব মানে বাঙালি জীবনে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে রয়েছে মিস্টি। দশমী শুরু হতে না হতেই মিস্টি মুখের পালা শুরু হয় বাঙালির ঘরে ঘরে। বুঁদিয়া, রসগোল্লাতো আছেই সীতাভোগ, মিহিদানা এবং আরও অনেক মিস্টি। সব মিস্টির সম্ভার নিয়ে এখন থেকেই চিন্তাভাবনা বা পরিকল্পনা শুরু করেছেন শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার লালা লাজপত রায় সরনির শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্নধার গোপাল পাল। তিনি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য আবার পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতিরও কার্যকরী কমিটির সদস্য। শারদোৎসব এবং দীপাবলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন মিস্টি তৈরির পরিকল্পনা তিনি এখন থেকেই করে রেখেছেন। এমনিতে তাঁর দোকানে হরেকরকম মিস্টি পাওয়া যায়। সকালবেলা থাকে পুড়ি ও সব্জি। দোকান খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কোনো অনুষ্ঠানের জন্য কেউ প্যাকেটের মিস্টি অর্ডার করলেও তাঁরা তৈরি বলে গোপালবাবু জানান। হায়দরপাড়া স্বর্ণালি ভবনের সামনে তাদের মিস্টির দোকান রয়েছে। মিস্টির অর্ডার দিতে ৯৮৩২০৫২৬৯৪/৯৮৩২০৪৮৮৭১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

এবার আনন্দময়ী কালিবাড়িতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হবে না, ফলে সিঁদুর খেলাও হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির শারদোৎসবে এবার দশমীর দিন সিঁদুর খেলা হবে না। এবার কালিবাড়ি সমিতির সদস্যরা দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাবেন না। কেননা কালিবাড়ি চত্বরে স্থায়ী দুর্গা মূর্তি বসানো হয়েছে গত বাসন্তী পুজোর সময়। আর প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা নিয়ম করে সেখানে দেবী দুর্গার পুজো হচ্ছে। এবারে দশমীর দিনও সেখানে দেবী দুর্গার পুজো হবে। তবে যেসব মহিলা ভক্ত দশমীর দিন সেই মন্দিরে যাবেন তাঁরা নিজেরা প্রথা মেনে নিজেদের মধ্যে সিঁদুর খেলতে পারেন। কিন্তু দেবী মা এর বিগ্রহে কোনোভাবে সিঁদুর স্পর্শ করানো যাবে না। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, পুজোকে সামনে রেখে এবারও তাঁরা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। পঞ্চমীর দিন দেড় হাজার মহিলার মধ্যে শাড়ি বিতরন করা হবে। এর বাইরে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরন হচ্ছে। এবার অন্যবছরের তুলনায় আরও বেশি করে প্রসাদ তৈরি হবে।

প্রতি বছর এই কালিবাড়ির দুর্গাপুজোয় মাটির প্রতিমা দিয়ে পুজো হোত। এবারে সেই প্রথা আর মানা হচ্ছে না, কারন দেবী দুর্গার স্থায়ী প্রতিমা তৈরি হয়েছে। ভাস্করবাবু বলেন, এবার যেহেতু স্থায়ী দুর্গা বিগ্রহে পুজো হবে সেই জন্য ভিড়ও অতিরিক্ত হবে বলে তাঁরা আশা করছেন। স্থায়ী দুর্গা বিগ্রহ বসার পর থেকে এই মন্দিরে ভিড় আরও বেড়েছে। মহালয়ার সন্ধ্যারাত থেকে সেখানে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান শুরু হবে। প্রতিদিনই চলবে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। আর জি কর সহ বিভিন্ন স্থানে নারী নিগ্রহের ঘটনা নিয়েও দুঃখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভাস্করবাবু। তবে এবার নির্ঘন্ট অনুযায়ী পুজোর অঞ্জলি যাঁরা দিতে চান তাঁরা সকাল সকাল কালিবাড়িতে উপস্থিত হবেন। কালিবাড়ির নাট মন্দিরের ভিতর এবং বাইরে থেকে বিভিন্ন পৌরানিক ঘটনা অবলম্বনে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন মডেল তৈরি করে রামায়ন মহাভারতের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হচ্ছে মন্দির চত্বরে যা এক নতুন মাত্রা যোগ করছে এই কালিবাড়িতে। পরাধীন ভারতে চারন কবি মুকুন্দ দাস এই কালিবাড়ি নির্মানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে সেই কালিবাড়িতে প্রতিদিন পুজো হয়।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আরোহী জুয়েলার্স
Happy Durga Puja Greetings
ARAHI JEWELLERS

MANUFACTURER & SELLER OF
MODERN DESIGNING ORNAMENTS
Prop.Anima Paul
All type of jewellery Items Retailers of
Gold 22Ctt/24 KDM & Hallmarks
and Silvers Ornament
Mob: 8392093130/7479046039
হায়দরপাড়া বাজার (প্রাইমারী স্কুলের বিপরীতে)
শিলিগুড়ি --৭৩৪০০৬

শিলিগুড়িতে স্বাস্থ্য মেলা, নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন : প্রতিবেশী দেশ নেপালের বিরাটনগর থেকে চিকিৎসক প্রতিনিধিরা সেখানে এসেছিলেন। ভুটান বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও এসেছেন। ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে চিকিৎসা জগতের মানুষেরা সেখানে এসেছেন। চেন্নাই ফার্টিলিটি সেন্টারের সি ই ও শিবনাথ দাস, বিরাটনগরের ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ সিং কার্কি সহ আরও অনেকে সেই স্বাস্থ্য মেলায় উপস্থিত হয়েছেন। ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের শিবম প্যালেসে পলিসি টাইমস চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে সেই স্বাস্থ্য মেলা শুরু হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবারও সেই মেলা চলে। মেলায় বহু গরিব সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় বিনামূল্যে। বিশিষ্ট শিল্পপতি এস আই সার্জিক্যালসের কর্ণধার সঞ্জয় মুখার্জী সেই মেলা সফল করে তুলতে প্রানপন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও চিকিৎসা উপকরন তৈরির কারখানা খুলে দেশের চিকিৎসা শিল্পে বিরাট সুনাম অর্জন করেছেন সঞ্জয় মুখার্জি। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ির ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যারাকের পাশে সঞ্জয়বাবু ইতিমধ্যে এস আই সার্জিক্যাল একটি মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট মল খুলেছেন। সেই মল খোলার জেরে শিলিগুড়ি, বিহারের একাশ, নেপাল, সিকিম , ভুটান এবং অসমের একাংশের চিকিৎসকরা উপকৃত হচ্ছেন। নার্সিং হোমে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হলে আর অতিরিক্ত খরচ করে বাইরে থেকে কোনো চিকিৎসা উপকরন কিনে আনার প্রয়োজন হচ্ছে না স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালগুলোর। তাঁরা সবাই ডাবগ্রামের এস আই সার্জিক্যালে যোগাযোগ করছেন। এস আই সার্জিক্যাল এর কর্ণধার তথা বিশিষ্ট শিল্প পতি সঞ্জয় মুখার্জি সেদিক থেকে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। পরোক্ষভাবে এই পদ্ধতি শুরু হওয়ায় সাধারণ রোগীরাও উপকৃত হচ্ছেন। এখন সঞ্জয়বাবু চাইছেন, শিলিগুড়ি চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুর মতো হেলথ সিটি হয়ে উঠুক। সেই কারনে প্রতিবছর তাঁরা শিলিগুড়িতে স্বাস্থ্য মেলা আয়োজনের উদ্যোগ চালিয়ে যাবেন বলে সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য মেলার আয়োজক পলিসি টাইমস চেম্বর অফ কমার্সের বিশিষ্ট সাংবাদিক আক্রাম হক বলেন, তাঁরা শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষদের জন্য নতুন এক প্রয়াস নিয়েছেন। এখন দরকার সকলের সহযোগিতা। জমি কেনাবেচা, টোটো চালানো, লটারি টিকিট কাটার নেশা এবং ছেলেমেয়েদের ভিন রাজ্যে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে আর কতদিন চলবে? শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষকে এখন স্বনির্ভর হতে হবে। আর সেই স্বনির্ভর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো স্বাস্থ্য ভিত্তিক শিল্প। সব মানুষ সহযোগিতা করলে এরপর চেন্নাই বেঙ্গালুরু হায়দরাবাদের বড় বড় ডাক্তাররা শিলিগুড়ি এসে তাদের আস্তানা তৈরি করবেন। সবাই সহযোগিতা করলে আগামীতে শিলিগুড়িতে চলে আসবে উন্নত প্রযুক্তির সব আধুনিক চিকিৎসা উপকরন। ফলে আর বাইরে দৌড়াতে হবে না। রোগী সাধারনের জীবনও সহজে সঙ্কটময় হয়ে উঠবে না। রবিবার ২২ সেপ্টেম্বরও শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের শিবম প্যালেসে চলে স্বাস্থ্য মেলা।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বাংলা ভাষা 'ধ্রুপদী' সম্মান পেতে চলেছে আগামী বছরের শুরুতে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আগামী বছর (২০২৫) বাংলা ভাষা 'ধ্রুপদী' সম্মান পেতে চলছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে।

এর ফলে পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলা ভাষার উপর 'চেয়ার' সৃষ্টি ভারতের ২৮ (আঠাশটি) রাজ্যেস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে গবেষনা চলবে। পুরস্কার থাকবে ।এই প্রজন্মের বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে।

সজল কুমার গুহ
সম্পাদক,
আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি
শিলিগুড়ি শাখা।

মেয়েরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে, প্রশিক্ষন শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কিভাবে দুর্যোগের মোকাবিলা করা যায়, কিভাবে নারী সমাজের প্রতি আরও সম্মান বৃদ্ধি করা যায় , কিভাবে নেশা বা অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে সৎ সঙ্গ করা যায় তা নিয়ে তিন দিনের এক প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে শিলিগুড়ি ভারত নগরের আনন্দমার্গ আশ্রমে। ভলান্টিয়ার সোস্যাল সার্ভিস সেই শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে যোগ চর্চা নিয়েও আলোচনা এবং ক্লাস হয়। বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা তাতে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দেয়। শিবিরে কৌশিকী নৃত্য এবং শিবের তান্ডব নৃত্যও প্রদর্শন করে শিল্পীরা। কৌশিকী নৃত্য এবং শিবের তান্ডব নৃত্য থেকে শরীর, মন, মস্তিস্ক কিভাবে লাভবান হয় তা সেখানে শেখানো হয়। শিবিরে বিশেষ প্রাধান্য পায় নৈতিক শিক্ষা বা মূল্যবোধ। তাছাড়া মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল, জুডো ক্যারাটে প্রভৃতি বিভিন্ন দিক সেখানে শেখানো হয়। আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞরা সেখানে ক্লাস নেন। প্রত্যেকের একটিই বক্তব্য, সৎ সঙ্গ অনুশীলন করো। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ হবে, সৎ সঙ্গে ভালো থাকবে সবাই। আর হঠাৎ দুর্যোগ এলে ভয় না পেয়ে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায় সেটিও বোঝানো হয় সেখানে। আনন্দমার্গের গুরু শ্রীআনন্দমূর্তির বানী ও মানব সেবার দর্শনও সেই শিবিরের আলোচনায় উঠে আসে। তবে বর্তমান অবস্থার সময় মেয়েরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে তা নিয়ে সেখানে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভি এস এসের বিশিষ সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবী তথা সমাজসেবী এবং আনন্দমাগের বিশেষ অনুরাগী অভিজিৎ দাস সুষ্ঠুভাবে সেই অনুষ্ঠান পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অভিজিৎ দাস সেখানে বক্তব্যও রাখেন। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মানুষের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন অভিজিৎ দাস।

কম খরচে আধুনিক ডিজাইনের সব সোনা রুপার অলঙ্কার এই সোনার দোকানে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রীতিলতা সরনিতে রয়েছে আধুনিক জুয়েলার্স। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ওই স্থানে সততার সঙ্গে সোনার দোকান চালিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাসু কর্মকার। এই দোকানে সোনা রুপার জন্য ক্রেতারা ভিড় করেন, কারন মজুরি খুব কম এবং গুনগত মানও ভালো। ৮০০ টাকা প্রতি গ্রাম। নগদে লেনদেনের মাধ্যমে যদি কেও স্বর্ণলঙ্কারের জন্য যোগাযোগ করেন তবে মজুরির ওপর ১৫ শতাংশ ছাড় দিয়ে তিনি কাজ করেন। আর ব্যবহারও বেশ ভালো। ফলে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া থেকে শুরু করে আশপাশের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। শুরু হচ্ছে উৎসব মরশুম। এগিয়ে আসছে ধনতেরসও। সেই দিকে তাকিয়ে তিনিও ১৫ শতাংশ মজুরির ওপর ছাড় দিতে চলেছেন বলে বাসুবাবু জানিয়েছেন। সোনা রুপার অলঙ্কারেও রয়েছে তাঁর সব আধুনিক ডিজাইন। ফলে ক্রেতা সাধারণ একবার তাঁর দোকানে উপস্থিত হলে সবসময়ের জন্য তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সব হলমার্ক যুক্ত গুনগত মানের সোনাই তাঁর দোকানে পাওয়া যায় বলে বাসুবাবু জানান। সকলকে তিনি শারদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিয়ে অন্নপ্রাশনের সময়ও বহু মানুষ এই আধুনিক জুয়েলার্সে ভিড় করছেন উন্নত স্বর্ণালঙ্কারের জন্য

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন

সুজিত ঘোষ
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির তরফে। প্রথমেই বলতে চাই পুজোর দিনগুলো সকলের ভালো কাটুক, সবাই সুস্থ থাকুক। শিলিগুড়ি শহরে এখন গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হায়দরপাড়া বাজার। আমরা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে সকলের কথা চিন্তা করে সব ব্যবসায়ীদের উন্নতি সাধনে সবসময় সচেষ্ট। আবার ক্রেতা সাধারনের কথাও আমরা চিন্তা করছি। হরিপাল মোড়ে অনেকদিন ধরে একটি শৌচাগার নির্মানের দাবি উঠছিল। শেষমেষ আমরা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে উদ্যোগ নিয়ে সেখানে শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছি। অন্যদিকে বাজারের মধ্যে অনেক সব্জি ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী দাবি করছিলেন তাদের শাটার তৈরি করে দেওয়ার জন্য। অনেকের জিনিসপত্র চুরি হযে যাচ্ছিলো। কখনো মাছ , কখনো কারো সব্জি চুরির অভিযোগ উঠছিলো। সেই কারনে আমরা সাটার তৈরি করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। এভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করেও আমরা কাজ করছি। রাতবিরেতে কেউ আপদে বিপদে পড়লে আমরা তাদের পাশে থাকছি। মাঝেমধ্যে সামাজিক দিক চিন্তা করে আমরা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছি। রক্তের সঙ্কট মেটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন খুব জরুরি। কদিন আগে আমরা কাঁটা বাটাখারা রিনিউ শিবিরেরও আয়োজন করি। এভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানবিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আমরা কাজ করছি। বিগত রথ যাত্রা উৎসবেরও আয়োজন করি আমরা। রথ যাত্রা উৎসবে আমরা সর্বসাধারনের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করি। শারদীয়া উৎসবের দিনগুলোতেও আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছি।পুজো দেখতে বের হওয়া দর্শনার্থীরা যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন সেদিকে আমরা নজর রাখবো। আমরা চাই উৎসেবর দিনগুলোতে সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। সকলকে আবারও শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর একটি কথা। আজকাল সবাই অনলাইনে বা শপিং মলে গিয়ে কেনাকাটা করছেন। আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাবো অনলাইনে বেশি কেনাকাটা না করে বাজারে এসে পুজোর কেনাকাটা করুন। বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে নিজে সশরীরে উপস্থিত হয়ে শাড়ি বা কোনো জামাকাপড় কিনলে দেখেশুনে কিনতে পারবেন। একবার কিনে নিয়ে যাওয়ার পর আবার ফেরত দেওয়ার সুযোগও থাকে। অনলাইনে কিন্তু অনেক অসুবিধা। স্থানীয় দোকানদারকে কিন্তু আপনি সবসময় কাছে পাবেন। অপরদিকে স্থানীয় দোকানদারদেরও বলবো, আপনারা পুজোর কেনাকাটার মার্কেটিংর জন্য সোস্যাল মিডিয়াকে বেছে নিন। সোস্যাল মিডিয়াতে মার্কিটিং করলে অনেক ক্রেতা আপনারা অনলাইন থেকেও পেয়ে যাবেন।

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

মৃনাল পাল
(মনা, সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ।)

সকলকে শুভ শারদীয়া। বাঙালির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হলো শারদীয়া দুর্গাপুজো। সবাই বছরের এই দিনগুলোর জন্য বসে থাকেন। শিল্পপতি থেকে সাধারণ ব্যবসায়ী সবাই আশা করেন, পুজোর সময় একটু ভালো ব্যবসা হবে। যদিও এখন চিন্তার কারন হয়ে উঠেছে অনলাইন। অনলাইনে ব্যবসা বাড়তে থাকায় পুজোর সময় স্থানীয় অনেক দোকানদারের ব্যবসা কমে গিয়েছে। তবুও পুজো এক অন্য বার্তা বহন করে আনে বাঙালি জীবনে।আমরা সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের তরফে পুজো উৎসব উপলক্ষ্যে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে আমাদের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের স্টল বসেছে বিগত পুজোর দিনগুলোতে। সেইসব স্টল থেকে আমরা পুজো দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল বিতরন করি। সঙ্গে বুঁদিয়াও বিতরন করি। এর বাইরে আরও কিছু সামাজিক কাজের অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিয়ে থাকি। পুজোয়স সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এই প্রার্থনা করি।

এবারের সর্বজনীন দুর্গোৎসব একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান

পরিতোষ চক্রবর্তী

(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, লেক টাউন , শিলিগুড়ি)

শারদীয়া দুর্গাপূজার আনন্দ মানুষের অন্তরের সাথে অন্য মানুষের মিলনের মাধুর্য মন্ডিত। ভারতবাসীর শারদোৎসব ও নবরাত্রি অনুষ্ঠান শুরু হয় দেবীপক্ষের সূচনায়। অর্থাৎ মহালয়ার দিন। শরৎ কালে বহু মানুষের অর্থে, উপচারে চেষ্টা ও সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সর্বত্রই হয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব। কিন্তু এবারে ২০২৪ সালে শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং শারদোৎসব হবে অন্যবারের তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। এবারে শারদীয়া পূজার নির্ঘন্ট অনুযায়ী সপ্তমী, মহা অষ্টমী, সন্ধি পুজো, মহানবমী ও বিজয়া দশমীর মাতৃ আরাধনা শুরু হবে শেষ রাতে। এবং সম্পন্ন করতে হবে সকাল সাতটার মধ্যে। তাই অক্টোবরের দশ থেকে তেরো পর্যন্ত পুজো কমিটির কর্মকর্তারা এবং পাড়ার মা বোনেরা এই কদিন মাঝরাতে স্নান সেরে জামাকাপড় পড়ে মন্ডপে হাজির হতে হবে। তারপর শুদ্ধ মনে পুজোর বিভিন্ন কাজকর্ম সূচারুভাবে সম্পন্ন করে পুরোহিত মশাইকে সাহায্য করতে হবে। যাতে তিনি ষোড়শ উপাচারে পূজা , পুস্পাঞ্জলি প্রদান , ভোগ নিবেদন , যজ্ঞ প্রভৃতি কাজকর্মগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে পারেন। এই সময়ে প্রতিবারের মতো ছোট ছোট ভাইবোনেরা বা অন্যান্য দর্শনার্থীরা পূজা প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তবে প্রতিবারের মতো এবছরেও আশা করি মানবসেবামূলক অনুষ্ঠান যেমন জামাকাপড় শীত বস্ত্র বিতরন , মায়ের প্রসাদ বিতরন কাজ ভালোমতোই হবে। এবারের শারদোৎসবের দক্ষিনবঙ্গের আটটি জেলার মানুষেরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের না আছে আশ্রয়, না আছে খাবার, না আছে পানীয় জল। এই দুঃসময়ে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন রাজ্য সরকার , রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ। এই বন্যার সময় তারা দুর্গা পূজার আনন্দ কতটা উপভোগ করতে পারবেন সেটা খুবই অনিশ্চিত।

এবারের দুর্গোৎসবের আনন্দের প্রধান অন্তরায় হলো আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসক অভয়ার ওপর নারকীয় অত্যাচার এবং হত্যা। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি রাজপথে ডাক্তার সমাজ ও সর্বস্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে । এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। দ্রুত বিচার এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে এখনও চলছে মিছিল, রাত দখল প্রভৃতি বিভিন্ন রকম প্রতিবাদের অনুষ্ঠান। এই প্রতিবাদ শুধু পশ্চিমবঙ্গতেই নয়, এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের প্রতিটি রাজ্যে। এমনকি বিদেশেরও বেশ কয়েকটি শহরে। যাদের দাবি হলো, নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং অভয়াকান্ডের সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা করা। যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো বোন বা মেয়েকে অভয়া না হতে হয়। এখনো অনেকেই সি বি আই এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচার ব্যবস্থায় আস্থা রেখেছেন। কিন্তু বেশি দেরি হলে তারাও আর বিচার ব্যবস্থার ওপর ভরসা করতে পারবেন না। এই প্রতিবাদী মানুষেরা আনন্দে উৎসবে সবাই যোগ দেবেন নাকি অভয়ার মা বাবা পরিবারের সঙ্গে শোক পালন করবেন , সেটা সময়ই বলবে।

অসুরনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী মা আমাদের প্রতিবাদের ভাষা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। এবং অভয়া কান্ডের সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

'দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রশিদ/প্রসীদ মাতর জগতোহ অখিলাস্যা। /প্রসিদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্ব ম। ত্বাং ঈশ্বরী দেবী চরাচর স্যা।'

নতুন ভারতবর্ষ

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

(পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি)

সন্ধ্যা হয় হয়, তাড়াতাড়ি পা চালালো বনলতা। যেতে হবে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে। বান্ধবী লতা পইপই করে বলেছিল বিকেলে আসতে। কিন্তু টুইশান পড়তে দেরি হলো। হাতঘড়ি দেখলো ছটা সতেরো মিনিট। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাঁশবাগানের মাঝে আসতেই তিনটি ছেলে বেরিয়ে আসলো। তাকে হিংস্রভাবে দেখতে লাগলো। মনে হলো জিহ্বা দিয়ে চেটে খেয়ে ফেলবে সারা শরীর। বনলতা থমকে দাঁড়ায়, বুকে সাহস এনে ছেলেগুলোর পাশ কাটিয়ে যেতেই একটা ছেলে শাড়ির আঁচল ধরে টান মারলো। আর একটা ছেলে মুখ চিপে ধরলো। গর্জে উঠলো বনলতা। খবরদার, চিৎকার করে বলল,কেন খেতে চাও এইভাবে আমায়? এইভাবে আমার শরীরটা খুবলে খেয়ে কি লাভ? আপনাদের মা-তো একজন নারী। আমার সম্মান নষ্ট আর আপনাদের মায়ের সম্মান নষ্ট একই ব্যাপার। ভুলে যাবেন না আমরা হলাম প্রদীপ, আর আপনারা সলতে। প্রদীপ ভেঙে ফেললে সলতা জ্বালাবেন কোথায়? মেয়েদের সম্মান দিতে না পারলে কোনদিন সম্মান নষ্ট করবেন না।

ছেলেগুলো কেমন জানি বোবা মেরে গেছে। তারা মন্ত্র মুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনছে। বনলতা শেষে বলল, আসুন না, নারী পুরুষ সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে একটা নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলি। যেখানে পুরুষরা মেয়েদের মাথার উপর ছাতার মতো মেলে থাকবে।

হায়দরপাড়ায় পুজোর থিম -- বন্দি শৈশব

নির্মল কুমার পাল

(নিমাই-- সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

প্রথমেই সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবারে আমাদের হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো ৫৫তম বর্ষে পদার্পন করেছে। আমাদের পুজোর থিম হলো, বন্দি শৈশব। বর্তমান যে যুগ চলছে, শিশু থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই মোবাইল নিয়ে থাকছেন। চলছে মোবাইল যুগ। এখন শিশু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই মা এর কাছে জেদ ধরছে, মোবাইল দাও। স্কুল থেকে ফিরে পোশাক না ছাড়তেই আগে সেই শিশু মোবাইল নিয়েপড়ে থাকছে। স্কুল থেকে ফিরে তাকে যে পোশাক ছাড়তে হবে, মুখহাত ধুয়ে খেতে হবে সেদিকে ধ্যান নেই। স্কুল থেকে ফিরে পড়া ছাড়া কোনো খেলার দিকে তাদের নজর নেই। আগে যেমন শিশুরা বিভিন্ন কার্টুন চরিত্র-- হাঁদাভোঁদা, শুকতারা, নন্টে ফন্টে, আনন্দমেলা, চাঁদমামা এসব বেশ মন দিয়ে পড়তো। আগে শিশুরা বাবা মায়ের কাছ থেকে চাহিদা তৈরি করতো সেই সব কার্টুন বইয়ের। তাতে শিশুদের মধ্যে কল্পনাশক্তি অন্যরকম তৈরি হোত। এই দিকগুলো আমরা আমাদের পুজো মন্ডপে মেলে ধরছি। থিমের মধ্যে থাকবে আজকের শিশুরা কিভাবে মোবাইলে বন্দি। থিমে একটি মডেল থাকবে, সেখানে দেখা যাবে একটি টেডি বেয়ার শিশুকে জামা ধরে টানছে। সেই টেডি শিশুকে বার্তা দিচ্ছে যে তুমি আমার সঙ্গে খেলা করো-- কিন্তু শিশুর সেই দিকে ধ্যান নেই। শিশু মোবাইলের নেশায় ডুব দিয়েছে। এরকম বিভিন্ন মডেল থাকবে পুজো মন্ডপের মধ্যে। আগের দিনে ছিলো শিশুকে দোলনার মধ্যে রেখে দিয়ে মা নানান সাংসারিক কাজ করতো। এখন কিন্তু শিশুকে দোলনা নয়, মোবাইল দিয়ে রেখে দিতে হচ্ছে। সেইরকম দোলনার মডেল দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হবে। অর্থাৎ শিশুর শৈশব বন্দি মোবাইলে। আগে ইন্ডোর গেমস ছিলো অনেক। ক্যারাম, দাবা, লুডো , টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন। আজ এইসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে। তার কিছু মডেলও থাকছে মন্ডপে। আগে আমরা একটি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা মোবাইলে মেতে থাকছে। আগে এক গৃহস্থ বাড়ির মালিক ঘুম থেকে উঠেই সংবাদপত্রের খোঁজ করতেন। এখন ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলে মেতে থাকছেন বয়স্করাও। মোবাইলে গুড মর্নিং পাঠানো থেকে শুরু করে মোবাইলেই সব খবর দেখে নিচ্ছেন তারা। সবকিছুকেই গ্রাস করে নিয়েছে মোবাইল। মন্ডপ সাড়ে চারশোর মতো অকেজো মোবাইল সাজিয়ে রাখা হবে। দিল্লি থেকে সব অকেজো মোবাইল নিয়ে আসা হয়েছে। তার পাশে থাকবে অনেক হাত। সেই আবহের মধ্যে বার্তা দেওয়া হবে, আমরা মোবাইলের হাত থেকে বের হতে চাই।কিন্তু বের হতে পারছি না।

শিল্পী অচিন্ত্য দাস এবং চন্দন দাস মিলে এই সুন্দর থিম ফুটিয়ে তুলছেন। পুজোর বাজেট কুড়ি লক্ষ টাকা। পুজো উদ্বোধন হবে তৃতীয়ার দিন। পুজো উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। প্রতিমা নিরঞ্জন ১৩ তারিখে, একাদশীর দিন। প্রতিমা একটি মায়ের ডাকের সাজের হবে। তার সামনে উমা মা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে থাকছেন। অর্থাৎ সেখানে বোঝা হবে হবে মানুষরুপী। মানুষের মধ্যেই মিশে আছেন মা। এবারেও কুমারী পুজো হবে আমাদের ক্লাবের পুজোয় । মহাষষ্ঠীতে বস্ত্র বিতরন হবে। প্রসাদ বিতরন হবে নবমীতে। কিছু সিসি টিভি আমরা ক্লাবের পুজো মন্ডপ চত্বরে রাখছি। নারী সুরক্ষার জন্যই লাগানো হবে সেইসব সিসি ক্যামেরা। কোনো সমস্যা হলে আমরা সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে প্রশাসনকে সাহায্য করতে পারবো।

পুজোর দিনগুলো সকলের ভালো কাটুক। এটাই থাকলো প্রার্থনা।

ভালোবাসার নারী !

অশোক পাল

(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

পুরুষের ভালোবাসার নারী চিরকাল
অধরা মরীচিকা
সেই নারী যন্ত্রণার মহাসাগর
তবুও আষ্টেপৃষ্টে
সে হৃদ মাঝারে রানী হয়ে বসে
থাকে
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত !
ঈশ্বর বোধহয় স্বর্গে নিভৃতে যখন
মগ্ন ছিলেন নারী সৃষ্টির পবিত্র ক্ষনে
ঈশ্বরও মোহিত ছিলেন!
এত যে প্রত্যাঘাত সহজে সহ্য করে
পুরুষ বেঁচে থাকে
সহনশীলতার আন্তর্জাতিক সীমা পেরিয়ে--
তাও কেন সে নারীর আঁচলের ছায়ায়
নিজেকে সঁপে দেয়?
প্রিয়জন কতটা আপনজন হলে
সেই হারানোর ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয়
একদিন দুদিন নয়
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত !